www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

ম্যাগির পর কাজল, কুমকুম

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ২৯ জ্যৈষ্ঠ – ৩ আষাঢ়, ১৪২২ ঃ ১৩ জুন – ১৯ জুন, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 33, 13 June - 19 June, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে জল প্রকল্প

কুনাল মালিক

প্রচণ্ড গরমে যখন মানুষ নাজেহাল, তখন পানীয় জলের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভা থেকে ভাঙড় পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ এলাকায় মানুষ হাহাকার করছে। গত বুধবার ঝড়ে নোদাখালী এলাকার একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে যায়। ওই ট্রান্সফরমার থেকে বজবজ–২ নং ব্লকের আর্সেনিক মুক্ত জলপ্রকল্পে বিদ্যুৎ সংযোগ গিয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় বুধবার সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত জল সরবরাহ করা যায় নি। এর ফলে বজবজ, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, বারুইপুর, সোনারপুর,

জেলা জুড়ে হাহাকার

ভাঙড় এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষ চরম সংকটে পড়েন। আগে থেকে মাইকে প্রচার না করায় মানুষ আগে থেকে জল সংগ্রহও করতে পারেনি। খাবার জলের জন্য মানুষ হাহাকার করতে থাকে। প্রচন্ড গরমে পুকুর খাল বিল শুকিয়ে যাওয়াতে মানুষ স্নানও করতে পারেনি। জলস্তর নেমে যাওয়া টিউবওয়েলগুলিও অধিকাংশ খারাপ হয়ে আছে। অধিকাংশ মানুষই এই আর্সেনিক মুক্ত জলের ওপর নির্ভরশীল। এখন মাঝে মধ্যেই আর্সেনিকমুক্ত জল প্রকল্পে নানা সমস্যায় জল সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। তাছাড়া যেখানে বৈধ জলের সংযোগ আছে সেখানেও ঠিকমতো জল যাচ্ছেনা। বর্তমানে জলের সংযোগ দেওয়া বন্ধ থাকলেও, অনেকেই অবৈধভাবে জলের সংযোগ নিচ্ছে। চাহিদার তুলনায় জলের উৎপাদন কমে যাওয়ায় সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। তারপর দীর্ঘদিন প্রকল্পের ভিতরে এবং জলের পাইপ লাইনে সংস্কার না হওয়ায়, নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকল্পের এক আধিকারিক জানালেন, শীঘ্রই যদি প্রকল্পের ঝেড়ে সংস্কার না করা হয়, যে কোনও সময় সমগ্র প্রকল্প 'শাট ডাউন' হয়ে যেতে পারে। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুন রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, বিষয়টি জনস্বাস্থ্য দফতরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে জানানো হয়েছে। দফতরের কমিশনার বিষয়টি দেখছেন।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট বলছে

মৌসুমী মরছে না, তাকে হত্যা করা হচ্ছে

ওঁকার মিত্র

আর কোনও সংশয় নেই। বর্ষা এবার দেরিতে আসছে। পরিমাণেও কম হবে। কেরলে মৌসুমী পৌঁছবার কথা ১ জুন। এল ৫ জুন। বাংলায় বর্ষা আগমনের দিন ৮ জুন। এখনও আসে নি। অথচ স্কাইমেট ও অন্যান্য সংস্থা বলেছিল বর্ষা এবার ঠিক সময়েই আসবে। তাহলে কি এমন হল যার জন্য মৌসুমীর আগমন পিছিয়ে গেল? কেন প্রতিবছর মৌসুমী এভাবে আমাদের বঞ্চিত করছে ? অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ মানুষের এখন এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।

ইতিমধ্যে এ নিয়ে কাটা–ছেঁড়া চলছে। উত্তরও উঠে এসেছে। বিশ্লেষণকারীরা এর দু'টি কারণ বাতলেছেন। প্রথমত থর মরুভূমি ও উত্তর মধ্য ভারতের সংলগ্ন অঞ্চলের তীব্র গরমে উদ্ভূত যে নিম্নচাপ জলীয় মৌসুমীকে টেনে আনে তা উধাও। কিন্তু তার বদলে উত্তর ও মধ্য ভারতে মার্চ–এপ্রিল মাসেও অস্বাভাবিক বৃষ্টি হল। ফলে গত মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত রাজস্থান, পাকিস্তান, মধ্যভারতে তীব্র তাপ প্রবাহিত হল না। সেখানকার আবহাওয়া রইল ঠান্ডা হয়ে। তৈরি হল না নিম্নচাপ। ডাক পেল জলভরা মৌসুমী। দ্বিতীয় কারণে বলা হয়েছে গত মাসের শেষ পর্যন্ত আরবসাগরে এমন কোনও সাইক্লোনের বাধা তৈরি হল না যে আটকাতে পারে উত্তরের বাতাসকে। কর্ণাটক ও কেরালা জুড়ে বয়ে চলা এই বাতাসের প্রভাবে আটকে গেল দখিনা বাতাসের গতি। পরিস্থিতি কাটতে কাটতে বেলা গড়িয়ে গেল। পিছিয়ে গেল মৌসুমীর আগমন।

বর্তমান এই ভয়ানক পরিস্থিতির

কারণ

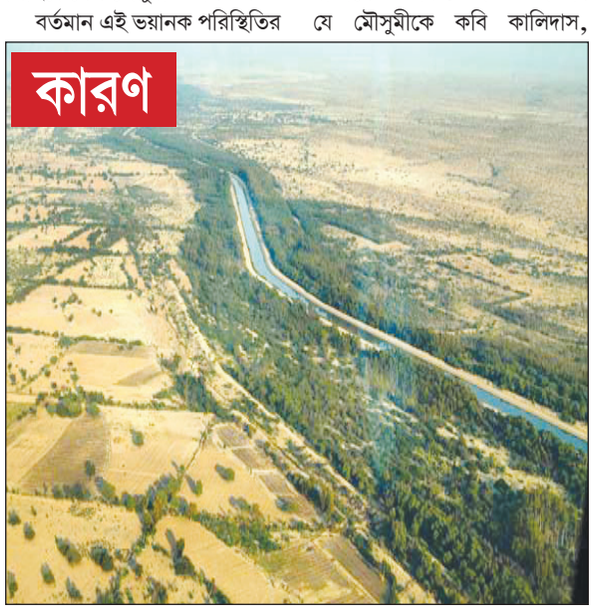

থর মরুভূমির বুক চিরে বইয়ে দেওয়া হল জলের ধারা।

এই ময়না তদন্ত আলিপুর বার্তার আয়নায় অর্ধসত্য। উপরের বিশ্লেষণে যা ঘটেছে তার কথা বলা হয়েছে কিন্তু কেন রাজস্থান ও সংলগ্ন এলাকায় তাপ কমে গেল, কেন মে মাসের শেষ অবধি দাপাদাপি করল উত্তুরে বাতাস তার হদিশ কোথায়? অথচ আজ নয়, সেই ১৯৮৩ সাল থেকে প্রখ্যাত ভূবিজ্ঞানী অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় আলিপুর বার্তায় মৌসুমীকে কিভাবে খুন করা হচ্ছে তার ময়না তদন্ত করে আসছেন। তখন সবে শেষের শুরু। তবু কেউ শোনেনি তাঁর কথা। আজ তো সবই হাতের বাইরে। আকাশে বাতাসে অনিশ্চয়তার আতঙ্ক। যে মৌসুমীকে কবি কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ চিনতেন আমাদের চেনা মৌসুমীর আজ মৃত্যু হয়েছে। এখন অচেনা মৌসুমী ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গী। ক্ষতির নামান্তর, চাষ বাসের শত্রু।

তখন সবে সর্বনাশের ভূত চেপেছে ভারত সরকারের মাথায়। মরুভূমির আগ্রাসন আটকাতে আশির দশকের গোড়ায় থর মরুভূমির বুক চিরে কাটা হল বিশাল খাল। বইয়ে দেওয়া হল জল। উদ্দেশ্য জল সেচ করে থরের বুকে চাষ হবে, সবুজ হবে, ঠান্ডা হবে বিশাল বালুকারাশির তপ্ত শরীর। হলও তাই। থরের বুকে গড় তাপমাত্রাই কমে গিয়েছে। কিন্তু এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সরকারের নেতা–মন্ত্রী–আমলা থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক–ভূবিদ ইঞ্জিনিয়ার কেউই ভাবলেন না থরের তাপমাত্রা কমে গেলে কি হবে। এই বিপদ দেখে বর্তমানে প্রয়াত অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় কলম ধরলেন। প্রথমে ইংরেজি স্টেটসম্যান পত্রিকায় কয়েকটা কিস্তির পর আলিপুর বার্তায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে লিখলেন সতর্কতামূলক অগুনতি প্রবন্ধ। সরাসরি বললেন পাহাড়–পর্বত, নদী–নালা–সমুদ্রের মতো মরুভূমিও ভারতের প্রতি প্রকৃতির অকৃপণ দান। ভারতের মাটিকে শস্য–শ্যামলা করতে মরুভূমির আবহাওয়ার একান্ত প্রয়োজন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় পরিষ্কার বলেছেন মরুভূমির পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেখানে উদ্ভূত নিম্নচাপ সরে যাবে। এলেমেলো হয়ে যাবে মৌসুমীর আসা–যাওয়া। আজ ৩০ বছর পর অভ্রান্ত ভবিষ্যতবাণীর মত অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে সেই ব্রাত্য অধ্যাপকের কথা যাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলে আজ এই সর্বনাশের মুখোমুখি হতে হতো না।

ভারতবাসীর বিধি বাম। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের এই চেষ্টা সত্ত্বেও সরকারের ভ্রান্ত পরিকল্পনার গোঁ বিভ্রান্ত করে দিল মৌসুমীকে। গভীর সমুদ্রের বুকে যখন যেভাবে নিম্নচাপ তৈরি হলে ত্বরান্বিত হবে মৌসুমীর গতি, তা এখন সারা বছর ধরে এখানে সেখানে নিম্নচাপের ফোস্কায় পরিণত হল। সারা বছর ধরে নিম্নচাপ ঝড়–বৃষ্টি–ফসলের দফারফা। কখনও এই প্রান্ত ভাসবে, কখনও ওই প্রান্ত। নেই নিয়মিত কালবৈশাখী, নেই আষাঢ়ের ঘ্যানঘেনে, শ্রাবণের ধারা। সারা বছর ধরেই শরতের টুকরো মেঘ ঘুরে বেড়ায় আকাশে। হিমালয়ে বরফের টুপি নেই, নদী–নালায় জল নেই, স্বাভাবিক চাষ নেই, কোপ পড়ছে অর্থনীতিতে–দেশের বৃদ্ধিতে।

আর মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে অচেনা আবহাওয়ার আক্রমণে। এসব এখন সূর্যের মতো সত্য। অথচ এই সত্যকে আটকাবার জন্য কতই না চেষ্টা। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা যাতে না প্রকাশিত হয় তার জন্য আসতে লাগল চাপ। এমনকি রাজ্যের এক মন্ত্রী অধ্যাপকের এই মত প্রচার করতে গিয়ে মন্ত্রীত্ব হারালেন। সর্বোপরি এই সর্বনাশকে চাপা দিতে গাছ কাটা, বিশ্ব উষ্ণায়ন, এল নিনো প্রভৃতি তত্ত্ব খাড়া করা হল জনসমক্ষে। ভারতবাসীও নিশ্চুপ। সরকারের ভয়ে, চুপ করে রইলেন বুদ্ধিজীবী আবহাওয়াবিদরাও। ফল যা হওয়ার তাই হল। আরও ভয়ঙ্কর দিন সম্ভবত এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। সভ্যতার পতন অবশ্যম্ভাবী জেনেও তার জন্য তৈরি হওয়া, ছাড়া উপায় কি!

ফল

মৌসুমীর পথ আটকে রইল পশ্চিমী ঝঞ্ঝার চোখ রাঙানি।

ছোট ইলিশ ধরতে ফের মানা মৎস্যমন্ত্রীর

মেহেবুব গাজি

মরসুম শুরুর আগেই ছোট ইলিশ না ধরার জন্য মৎস্যজীবীদের আবারও সতর্ক করলেন মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার পাইকারি মাছের বাজার নগেন্দ্রবাজারে একটি হিমঘরের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে এসে মন্ত্রী বলেন, 'আগামী সোমবার থেকে গভীর সমুদ্রে ইলিশ ধরার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠে যাচ্ছে। আগামী বেশ কয়েকমাস ধরে মৎস্যজীবীরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরবেন। কিন্তু মৎস্যজীবীরা যেন পাঁচশ গ্রামের কম ওজনের ইলিশ না ধরেন। কারণ ছোট ইলিশ ধরলে আগামী দিনে সমস্যায় পড়তে হবে খোদ মৎস্যজীবীদের। সমুদ্রে মাছের আকাল তৈরি হবে। উৎপাদন কমে গেলে গভীর সঙ্কটে পড়তে হবে।' মন্ত্রী এদিন একটি ২০০ মেট্রিক টনের হিমঘরের ভিত্তিপ্রস্তর করে বলেন, 'এখানে শতাধিক মাছের আড়ত থাকলেও কোনও হিমঘর ছিল না। ফলে অনেক সময় মাছের আমদানি বেড়ে গেলে কম টাকায় তা বিক্রি করতে বাধ্য হতেন মৎস্যজীবীরা। কিন্তু হিমঘর তৈরি হয়ে গেলে মৎস্যজীবীরা সুবিধা পাবেন। একবছর পর্যন্ত মাছ হিমঘরে রাখার সুযোগ পাবেন। আগামী এক বছরের

মধ্যে হিমঘর তৈরি শেষ করার জন্য ঠিকাদার সংস্থাকে বলা হয়েছে।' উল্লেখ্য, কাকদ্বীপ, নামখানা, রায়দিঘি, ফ্রেজারগঞ্জ, ডায়মন্ড হারবারের প্রায় তিন হাজার ট্রলার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরে। কিন্তু সেই মাছ উপযুক্তভাবে সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা এতদিন পর্যন্ত ছিল না। এই হিমঘর তৈরি হলে মৎস্যজীবীদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হবে। মন্ত্রী এদিন সামদ্রিক মৎস্যজীবীদের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি জেলার মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে রঙিন মাছের বাজার তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান। চন্দ্রনাথ বলেন, 'এই জেলায় প্রচুর রঙিন মাছ উৎপাদন হয়। কিন্তু সেই মাছ বিক্রির কোনও বাজার নেই। ডায়মন্ড হারবারে জমি পাওয়া গেলে একটি রঙিন মাছের বাজার তৈরি করা হবে। দফতর থেকে একটি রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।' এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ, বিধায়ক দীপক হালদার, ডায়মন্ড হারবার পুরসভার চেয়ারপার্সন মীরা হালদার প্রমুখ।

টনক নড়ল কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। দেশজুড়ে তোলপাড় হওয়ার পর অবশেষে তৎপর হল পুরসভা। তাও জনগণের উপর ভরসা রেখেই। কলকাতাবাসীকে সতর্ক করতে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক দফতরকে সঙ্গী করে এক প্রচারপত্র বিলি করা শুরু করল। সেখানে নাগরিকদের প্রতি নানা পরামর্শ। খোলা খাবার, কাটা ফল খাবেন না। রঙিন পানীয় বর্জন করুন। বিক্রেতাকে খাবার ঢেকে রাখতে অনুরোধ করুন। খাবার খাওয়ার আগে শিশি বোতল কৌটোয় তারিখ, লাইসেন্স নম্বর, ব্যাচ নম্বর দেখে খান। এমন নানা সতর্কবাণী সম্বলিত প্রচার পত্র ছড়ানো হচ্ছে রাস্তা ঘাট বাজারে।

এক্ষেত্রে এই প্রচার কতজনের কাছে পৌঁছবে।কত সংখ্যায় প্রচার পত্র ছাড়া হল। বিক্রেতাদের প্রতি কোনও সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছে কিনা তা নিয়ে নানা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আসলে গরমে মানুষের মত নাজেহাল কলকাতা পুরসভাও। সামান্য কয়েকজন ফুড সেফটি অফিসার নিয়ে নড়বড়ে নজরদারি এই পত্র সামনে এনে দিয়েছে। অন্যদিকে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে জল সঙ্কট। এই অবস্থায় কলকাতাবাসীর জল নিয়ে বিভ্রান্তি স্বাভাবিক। ক্ষোভও বাড়ছে চারদিকে।

নিজেদের প্রতি তাই ভরসা না রেখে নাগরিকদের মধ্যে প্রচার পত্র বিলি করেই দায় সারছে পুরসভা। কলকাতায় দাবদাহ চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। অনেক দেরিতে, মে মাসের ২৯ তারিখে ছাপা এই প্রচারপত্র স্পষ্ট করে দিয়েছে এতদিন দূষিত খাবার আটকাতে কোনও পরিকল্পনাই ছিল না পুরসভার। কয়েকদিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে বা আরও কিছুদিন এইরকম গরম চললে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ যে আরও বেআব্রু হয়ে পড়বে তাতে সন্দেহ নেই। এখন কলকাতা পুরসভাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র বৃষ্টির জল।

ক্রিকেটের মতোই অনিশ্চিত রাজনীতির ময়দান

আগ বাড়িয়ে আগামী সরকারের ভবিষ্যতবাণী করা ভুল

পার্থসারথি গুহ

আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে শাসক দল তৃণমূল যে আরও একবার ক্ষমতায় ফিরছে এ ব্যাপারে রাজ্যের মধ্যে সবাই নাকি দারুণ নিশ্চিত। এমনকি গণমাধ্যমের অনেকেও তা রীতিমতো হাকডাক করে প্রচার করে বসে আছেন। আমাদের এই লেখা আদৌ সেই সব বক্তব্যকে কাটবার জন্য নয়। এই নয় যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মাথা তোলার মতো বিরোধী কেউ রাতারাতি গজিয়ে গিয়েছে। তাও একটা কথা কিন্তু পরিস্কার বলা যায় যে, দুম করে এত আগে থেকেই রাজ্যের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী দলের নাম চিহ্নিত করা যায় না। বরং অপেক্ষা করা যেতে পারে এই বছর শেষ হওয়ার জন্য। ক্রিকেটের মতোই ঘোর অনিশ্চিত রাজনীতির প্ল্যাটফর্ম। একজনের আউট হওয়া কিংবা ধুন্ধুমার কোনও ইনিংস বদলে দিতে পারে ক্রিকেট ম্যাচের ফলাফল। ঠিক একইভাবে শেষ মুহূর্তের একটা রাজনৈতিক কূটচাল হঠাৎ করেই রাজ্য রাজনীতির মোর ঘুরিয়ে দিতে পারে।

এইক্ষেত্রে আমাদের হাতের সামনেই রয়েছে ৩৪ বছরের বাম সরকারের পতনের কাহিনি। ২০০৬ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট যখন ব্যাপক জয় পায় তখন কেউ ভাবতেই পারেননি পাঁচ বছর পরেই এমন ভয়াবহ পতনের সম্মুখীন হতে হবে কমরেডদের। অথচ আকাশে এক চিলতে মেঘের মতো ভাসতে থাকা সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম ইস্যু পরবর্তীকালে ঘন বিপর্যয়ের আকার নিয়ে বামেদের তরী ডুবিয়ে দেয়। সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের ক্ষমতার মাটি অনেক দিন ধরেই আলগা হচ্ছিল। কিন্তু এই দুই জ্বলন্ত ঘটনা উপর্যুপরি ত্বরান্বিত করে পতনের দাবানলকে। আপাতত রাজ্যের মা–মাটি–মানুষের সরকারের বিরুদ্ধে এমন কোনও বড় ঘটনা বা ইস্যু সামনে আসেনি তা কিন্তু নয়। পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, রানাঘাট ধর্ষণ কাণ্ড–এর মতো একগুচ্ছ ঘটনা ঘটেছে যা সরকার বিরোধী আগুনকে উসকে দিতে পারে। সর্বোপরি সারদার মতো আর্থিক তছরূপে অভিযুক্ত হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার। রাজ্যের মন্ত্রী, শাসক দলের সাংসদদের পর্যন্ত জেল খাটতে হয়েছে। এমতাবস্থায় সরকার বিরোধী উপাদান যে নেই তা নয়। বরং বিরোধিতা করার মতো মালমশলা ভরপুর রয়েছে। একে রং দেওয়ার বা বাস্তবায়িত করার মতো বিরোধী কাউকে চোখে পড়ছে না। অন্তত এখনও পর্যন্ত। তবে কাল যে পরিস্থিতি পালটাবে না তা কেউ হরফ করে বলতে পারবে না। হতেই পারে এমন কিছু ঘটনা

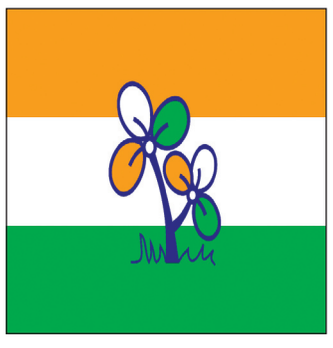

আগামী ছ–আট মাসের মধ্যে ঘটে গেল যাতে নড়ে উঠল শাসকের সিংহাসন। আবার সরকারের পক্ষে ভালো বার্তা বহনকারী কিছুও ঘটতে পারে।

এখন সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক কোন ধরনের ঘটনাপ্রবাহ রাজ্যের আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রভাব

ফেলতে পারে। মূলত এ রাজ্যের ভোটের রসায়নে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের এপাশ–ওপাশে অনেক সমীকরণই পালটে যেতে পারে। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে করে এই বিশেষ অংশের ভোটারদের প্রবাহিত হওয়ার মতো বড় কোনও ঘটনা হয়তো ঘটেনি। কিন্তু রাজ্য–রাজনীতির আনাচে–কানাচে কান পাতলে বেশ কিছু গুঞ্জন উঠে আসছে। যার মধ্যে অন্যতম হল মোদি–মমতার সাম্প্রতিক সখ্যতার ছবি। আবার উলটো দিকে কলকাতার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র ফরজানা আলমের প্রতি ঘাসফুলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের তীব্র অবহেলাপর্ব। এমনকি ফরজানার বিরুদ্ধে আক্রমণে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তৃণমূলের সেইসব বীরপুঙ্গবদের কেন আজও গ্রেফতার করা হল না তা কিন্তু নাড়া দিচ্ছে এই অংশের মননে। এই সব কথা মাথায় রেখেই বলা যায় ভোটের অঙ্কে এখানে দুয়ে–দুয়ে চার নাও হতে পারে আগামী বিধানসভায়। বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ তথা নেতার সঙ্গে কথা বলে এই প্রতিবেদকের ধারণা হয়েছে এমনটাও হতে পারে যে বিধানসভা নির্বাচনের পরে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়েও তৃণমূল ক্ষমতার পূর্ণ অঙ্ক থেকে দূরে থাকল। অপরদিকে বাম–কংগ্রেস এবং মুকুল রায়ের নব্য দল (আলোচনায় উঠে এসেছে এই প্রসঙ্গটিও) মিলে ছুঁয়ে ফেলল ম্যাজিক ফিগার। এই জল্পনায় ইন্ধন জুগিয়েছে এক জনপ্রিয়তম বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাম্প্রতিক সমীক্ষা। যাতে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে বিধানসভা ভোট হলে তৃণমূলের ৩৬ শতাংশ ভোটের পাশাপাশি ৩৩ ভোট যাবে বামেদের ঝুলিতে। পরিশেষে বলা যায় চোখবুজে জয়ী দলের নাম ঘোষণা স্থগিত রেখে এখন রানার্স আর অন্য কুশীলবদের খোঁজখবর একটু নিয়ে নেওয়া যাক।

Alipur Barta : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 33, 13 June - 19 June, 2015

এক পলকে বুল মার্কেট গায়েব, ভারতীয় বাজারে শনির দশা

শুদ্ধাশিস গুহ

বাজার কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। না, পাঠক সাধারণ বাজারের কথা হচ্ছে না নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন। কারণ এমনিতে

আমরা যে সব্জি বা আনাজ কিংবা মাছ বাজারে যাই না কেন হট্টগোল আর হইচই হচ্ছে তার বড় বিশেষত্ব। সেই বাজারের মতো আমাদের শেয়ার বাজারে যে হট্টগোল হয় না তা নয়। বরং যখন এই বাজারে তেজি ভাব থাকে তখন কান পাতলেই শোনা যায় ট্রেডারদের উচ্ছ্বাসের ভরপুর শব্দ। সেটাই এখন ভোজবাজির মতো উধাও। আসলে এখন ভারতীয় শেয়ার বাজারে কেমন যেন একটা শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। অথচ মাত্র বছর খানেক আগেই ছবিটা ছিল পুরোপুরি অন্য। বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদিকে বিজেপি প্রধানমন্ত্রী প্রোজেক্ট করার পর থেকেই ভারতীয় শেয়ার বাজারে শুরু হয়েছিল আনন্দের ফোয়ারা। যে বা যারা সেসময় শেয়ার কিনেছেন তারা মাত্র ক'মাসের ব্যবধানে পুরো মালামাল হয়ে উঠেছিলেন। সেই আনন্দের রেশ বেশ অনেকদিন ধরে চলার পূর্বাভাস দিচ্ছিলেন বিশেষজ্ঞরা। আগামী তিনবছর ভারত ভরপুর বুল মার্কেটের ওপর গুজরান করবে বলেও কত ভবিষ্যৎবাণী হল। যদিও আর পাঁচজন বাজারি জ্যোতিষীর মতো সেই পূর্বাভাস আপাতত ব্যর্থতায় পর্যবসিত। যদিও এই এক্সপার্টরা বলছেন, এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। বুল মার্কেট বা তেজি বাজারেও এমন পরিস্থিতি আসতেই পারে। সুতরাং এই দুঃসময় দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালিয়ে যাওয়াটাই ভাল। এই লেখা চলার সময় সাময়িকভাবে একটা সুসংবাদ এসে পৌঁছেছে বাজারের অভ্যন্তরে। তা হল এবার যেভাবে নিফটি ফের আট হাজারের সার্পোটি নিয়ে নিতে সামর্থ হয়েছে তা যথেষ্ট ইতিবাচক। প্রসঙ্গত, নিফটি এই নিয়ে গত এক–দুমাসে বহুবার এই আট হাজারের কাছে এসেছে, তা ভেঙে ফেলার উপক্রমও করেছে। কিন্তু আবার উঠে গিয়েছে ওপরে।

এবারও একরকম বার্তা রটে গিয়েছিল ভারতীয় সূচক অনেকটাই নিচে, মানে সাত হাজারের মাঝামাঝি চলে আসতে পারে। রঘুরাম রাজনের আগের সুদ কমানোর সিদ্ধান্তে নয়া উদ্যমে ঘুরে দাঁড়ায় বাজার। এটা হতে পারে বিদেশি লগ্নিকারী বা এফ আই আই–রা নিজেদের সুবিধার্থে নিফটি–সেনসেক্সকে টেনে নামাচ্ছেন ক্রমাগত শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে। কারণ আগেরবার মে মাসে নিফটি যখন ৮ হাজারে আসে তখন নিফটির ৪–৫ শো পয়েন্ট বাড়ার মূল কারিগর ছিলেন দেশীয় ট্রেডার বা ডি–আই আই–রা। আট হাজারে নিফটি আসার পর বেশ কিছুদিন বন্ধ হয়ে যায় বিদেশিদের শেয়ার বিক্রি। তার মানে এই নয় যে এফআইআই–রা শেয়ার কিনছিল। তারা একটা মাঝামাঝি অবস্থান নিয়েছিল। ক্রমাগত খরিদ করে যাচ্ছিল দেশীয় লগ্নিকারী সংস্থাগুলি। গত সপ্তাহে অর্থাৎ ২৯ মে হঠাৎ করেই মাত্র একদিনে ২৬০০ কোটি টাকার শেয়ার তথা অপশন কেনে বিদেশিদের। মনে হয়েছিল সুদের হার কমানোর জেরেই হয়তো এফআইআই–রা শর্ট কভার করছে। যদিও রেট কাটের পরে ফের তারাই বিক্রেতার আসনে। শুধু কী বিক্রি, ভরপুরভাবে নিফটি বেচে যাচ্ছে এরা। ফলে আতঙ্কিত বাজারে সবাই হাতের মাল বেচতে শুরু করেছে। আর বাজারও দ্রুতবেগে নিচে আসছে।

এখানে একটি কারণ আছে নিফটির ফের ৮ হাজারে আসার। হতে পারে আগের বার যে বিদেশিরা ওই রেঞ্জে কেনেনি তারাই ফের এই অবস্থানে সূচককে টেনে নামাচ্ছে পুনরায় এন্ট্রি নেওয়ার জন্য। আর এর পরেও বিক্রি না থামলে সাত–সাড়ে সাত হাজারের গল্প সত্যি হয়ে যেতে পারে। যদিও বাজারের গতিবিধি বোকা বানিয়েছে অনেক বিশেষজ্ঞকেই। বিশেষ করে বাজার পড়তে শুরু করেছে এমন এক দিনে যেদিন সাতসকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন ফের সুদের হার কমান পয়েন্ট ২৫ বেসিস।গত জানুয়ারিতে এরকম এক সুদের হার কমানোর খবরে ভারতীয় অর্থ বাজার খুব দ্রুত সাড়া দেয়। যদিও সেটি ছিল বহুবছর পর সুদ কমানোর পদক্ষেপ। প্রত্যাশিত ছিল ভারতীয় বাজারের ইতিবাচক সাড়া প্রদানের। এমন একটা সময় ভারতীয় বাজার এই খবরে সাড়া দেয় যখন নিফটি আট হাজারের ঘর ভেঙে নতুন নিম্নমুখী অবস্থান নিয়েছিল।

যদিও দেশের শেয়ার বাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোকে সাময়িক বলে আখ্যা দিয়েছেন কিছু বিশেষজ্ঞ। এদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন পতনের জন্য ভারতের বাজার ওভারসোল্ড জোনে চলে গিয়েছিল, ফলে এই ঘুরে দাঁড়ানো শুধুমাত্র টেকনিক্যাল কারণেই সম্পন্ন হল। এর সঙ্গে বাজারের ভালো হয়ে ওঠার কোনও যোগ নেই বলেই এদের বিশ্বাস। এই অংশের কথানুযায়ী নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রায় এক বছর কেটে গেলেও দেশে সেভাবে কোনও ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে বাজারের যে উত্থান হয়েছিল সেটাই অনেক ছিল, প্রত্যাশার অনেক ওপরে। বাজার আশা করে রেজাল্ট বা ফলাফলের। সেদিক থেকে এখনও পর্যন্ত এই সরকার শেয়ার বাজার তথা লগ্নিকারীদের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। তাই এই পতনের গ্রাফ খুব স্বাভাবিক। যা আগামীদিনে অব্যাহত থাকার জোরদার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে । বিদেশিদের আশাভঙ্গ করাতেই ভারতীয় বাজারে পতনের সুনামি পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে বক্তব্য এই নেতিবাচক মনোভাব পোষণকারীদের। এমনকি আট হাজারের ঘর থেকে ভারতীয় নিফটি ঘুরে দাঁড়ানোর পর তা খুব বেশি হলে ৮৫০০–র কাছাকাছি যেতে পারে বলে বিশ্বাস এই শেয়ার তার্কিকদের। এর আগেও ওই আট হাজার পাঁচশোর কাছ থেকেই ঘুরে গিয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। মানে নিচে চলে এসেছিল বাজার। এমন হলেও হতে পারে আগামী কিছুদিন ভারতীয় শেয়ার বাজার একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ঘোরাফেরা করল। সেক্ষেত্রে ওপরে খুব বেশি হলে ৮৫০০–৮৬০০, আর নিচে ৮০০০–৮২০০ হতে পারে বেসমেন্ট লেবেল। এই সীমারেখার মধ্যে বাজার ঘোরাফেরা করতে পারে অনেকদিন ধরেই। হতে পারে আগামী ৩–৬ মাস এই জোনে অবস্থান করল ভারতীয় নিফটি। স্বাভাবিকভাবে সেনসেক্সও তখন একটা পরিসীমার মধ্যে থাকতে পারে। এভাবে এই বছরটাও কেটে যেতে পারে। অবশ্য আট হাজার ভেঙে যাওয়ার একটা ঝুঁকি সবসময়ই থেকে যায়। সেক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করাই ভালো। অনেক ভালো শেয়ার আছে যা হাতের কাছে লোভনীয় দামে কিনে যদি অত্যধিক বেশি মুনাফা আশা করেন তবে বিফল হতে পারে। কারণ বাজার যে ভোলাটিলিটি চলছে তা কতদিন টানবে তা অনেকটাই লক্ষ্যণীয়। অর্থ বাজারের মাপকাঠি হিসাবে যেমন নানা ধরণের সূচক আছে তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল এই ভোলাটিলিটি ইনডেক্স। যাতে বাজারের রোজকার অস্থিরতার ছবি ফুটে ওঠে। এই অস্থিরতার মধ্যে সত্যি কেনাবেচা করা খুব দুষ্কর। এমতাবস্থায় বাজার থেকে দূরে থাকা একটা পন্থা হতে পারে। যারা নিয়মিত ট্রেডিংয়ে অভ্যস্ত তাদের আবার কোনও অবস্থাতেই নিরস্ত করা যায় না। ভালো বাজারের আশায় তারা প্রতিনয়ত ভিড় জমান ট্রেডিং হাউজে। আবার যারা বাজারটা ভালো বোঝেন তারা এই ধরনের সাময়িক মন্দার সময় তাল বুঝে নিয়ে হাতের শেয়ার বেচে বারংবার নিচের দামে কিনে নেন। এর ফলে তারা যাইহোক নিজদের শেয়ারের কস্টিং বা কেনা দাম কিছুটা কমিয়ে আনতে পারেন। এভাবেই শেয়ার বাজার চলে দিনের পর দিন। ভালো বা খারাপ বাজার দুয়েতেই ট্রেডাররা থাকেন। সুতরাং সব ধরণের পরিস্থিতির পক্ষে মানানসই হয়ে ওঠেন এরা। এভাবেই শেয়ার বাজার প্রবাহিত হয়ে চলেছে বহমান নদীর মতো। অনেকে শেয়ার বাজারকে নদী নয় খোদ সমুদ্র বা মহাসাগরের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। যথার্থই এই তুলনা মনে করেন আর্থিক বিশেষজ্ঞরা।

শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী দীর্ঘদিনের সাপোর্ট ভেঙে ফেলেছে ভারতীয় নিফটি। বৃহস্পতিবার ৭৯৬০তে বন্ধ হয়েছে নিফটি। এর ফলে বিপদ যে আরও বাড়লো তা নিঃসন্দেহে। কবে গিয়ে নিফটি বা বাজার থিতু হবে তা বলা খুব মুশকিল। বিশেষজ্ঞরা এও বলছেন একবার যখন ৮ হাজারের ঘর ভেঙে গিয়েছে তখন নিফটি অনেকটাই নিচে চলে আসতে পারে। সেই অনেকটাই বলতে ৭৮০০, ৭৫০০, ৭২০০ না তারও নিচে এর উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ। তবে এখনকার মতো বাজারের খারাপ পরিস্থিতি কালঘাম ছোটাবে ট্রেডারদের। এই সর্বনাশা অস্থিরতা কত দিন বাজারে বিরাজ করবে তা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। আপাতত ভালো বর্ষার খবর সাময়িক ভাবে হলেও ভারতীয় বাজারকে চাঙ্গা করতে পারে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৩ জুন – ১৯ জুন, ২০১৫

মেষ : সপ্তাহটি অতি সতর্কে ও সামধানে অতিবাহিত করতে হবে। বাক সংযম করে চলা উচিৎ। বাধা থাকলে আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মস্থলে দায়িত্ব বেড়ে যাবে। ব্যবসায়ে ভাল ফল পাবেন।

বৃষ: পতি–পত্নীর মধ্যে দ্বন্দ্বভাব লক্ষিত হবে। বন্ধু–বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। যাঁরা শিল্পী তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। অতিরিক্ত চঞ্চলতা হেতু শিক্ষায় ক্ষতি। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন।

মিথুন : নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিজের কাঁধে নিতে যাবেন না। শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। শরীর ভাল যাবে না।

কর্কট : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভদায়ক। সন্তান–সন্ততির বিষয়ে উদ্বেগ থাকবে। শিক্ষায় বাধা আসবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গোলযোগ পূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। বন্ধুরা সহায়তা করবে।

সিংহ : পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য ও সুনাম যশ বৃদ্ধি। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি হলেও উন্নতির যোগ।

কন্যা : গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বের গোলমাল মিটে যাবে। আপনার সুচিন্তা ধারা কার্যে পরিণত হতে পারে। পতি পত্নীর মধ্যে মতের মিল থাকবে না। রক্তের উচ্চ চাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের আশা আছে।

তুলা : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ। নতুন ব্যবসা–বাণিজ্যের দিকে মন দেবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মস্থলে আয় ও উন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। সদ গুরু লাভ এবং আধ্যাত্মিক পথে উন্নতির যোগ রয়েছে। পিতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

ধনু : পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া–দাওয়ার ব্যাপারে সংযমী হতে হবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ রয়েছে।

মকর : শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে পূর্বের তুলনায় বেশি লাভবান হবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলি যথাযথভাবে করতে পারবেন না। সৎ ও জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। সাবধান থাকতে হবে।

কুম্ভ : অর্থনৈতিক বিষয়ে তেমন শুভফল পাবেন না। লেখাপড়ায় শুভ হবে। আর্থিক বিষয়ে অগ্রগতির যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। কর্মস্থলে গোলযোগ পূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সতর্কে চলতে হবে।

মীন : উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। দায়িত্বপূর্ণ কাজে বাধার মাধ্যমে অগ্রসর। চিন্তা ভাবনা করে কাজে হাত দেবেন।

পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে

রাজ্য সরকারে ৫১৪ স্কুল সাব ইন্সপেক্টর ও শিক্ষক

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাব–অর্ডিনেট এডুকেশন্যাল সার্ভিসেস (ইন্সপেকশন ব্রাঞ্চ) এ কাজের জন্য 'সাব–ইন্সপেক্টর অফ স্কুল', স্কুল শিক্ষা দফতরের অধীন সরকারি স্কুলের 'অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার', সরকারি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে 'লেকচারার' ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগে 'এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অফিসার(ট্রেনিং)' পদে ৫১৪ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

সাব ইন্সপেক্টর অফ স্কুল : দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্স গ্র্যাজুয়েট বা দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। সব ক্ষেত্রেই মাধ্যমিকে ৫৫%, উচ্চমাধ্যমিকে ৫০% ও অনার্স ডিগ্রি কোর্সে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। বিটি কিংবা বিএড কোর্স পাশ থাকা দরকার। বাংলা ভাষায় বলতে পড়তে ও লিখতে পারা দরকার। ঘোরাঘুরির কাজে আগ্রহ থাকতে হবে। স্কুলে শিক্ষকতার কাজে অভিজ্ঞতা, খেলাধুলা ও স্পোর্টসের কাজে দক্ষতা ও অন্য কোনও কার্যকলাপ সংগঠনের কাজে দক্ষতা থাকলে ভালো হয়। মূল মাইনে ৯,০০০–৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৭০০ টাকা।

শূন্যপদ : ৩৬৩টি (জেনাঃ ১৮৭, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ৩৭, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ২৬, তঃ জাঃ ৮০, তঃউঃজাঃ ২২, প্রতিবন্ধী ১১)। চাকরি হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব–অর্ডিনেট এডুকেশনাল সার্ভিস (ইন্সপেকশন ব্রাঞ্চ)'এর স্কুল শিক্ষা বিভাগে। পোস্ট কোড : ৪।

লেকচারার : নেওয়া হবে ফাউন্ডেশন কোর্সে ও মেথডোলজি কোর্সে।

ফাউন্ডেশন কোর্স : মোট অন্তত ৫৫% নম্বর পেয়ে এম এড/এম এড (এলিমেন্টারি) কোর্স পাশ হলে যোগ্য। মোট অন্তত ৫৫% নম্বর পেয়ে প্রাইমারি/এলিমেন্টারি) কোর্স পাশ হলে যোগ্য। মোট অন্তত ৫৫% নম্বর নিয়ে এডুকেশনের এম.এ কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫৫% নম্বর পেয়ে প্রাইমারি/এলিমেন্টারি এডুকেশনের ডিগ্রি/ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। বাংলা ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারা দরকার। কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে।

শূন্যপদ : ১১টি (জেনাঃ ৮, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। আইটেম নং : 1(a)

মেথডোলজিক্যাল কোর্স : মোট অন্তত ৫৫% নম্বর পেয়ে অনার্স গ্র্যাজুয়েটরা পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাশ হলে আর মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে প্রাইমারি এডুকেশন/এডুকেশনের ডিগ্রি/ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বাংলা ভাষায় লিখতে ও বলতে পারা দরকার। কম্পিুটটারে দক্ষতা থাকতে হবে।

শূন্যপদ : ইংরিজিতে ৪টি (জেনাঃ ২, ওবিসি,–এ ক্যাটেগরি ১, তঃউঃজাঃ১)। আইটেম নং : 1(b) বাংলা৩টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১)। আইটেম নং : 1 (c), অঙ্ক ৩টি (জেনাঃ ২, তঃ জাঃ১)। আইটেম নং1(d). ফিজিক্যাল সায়েন্স ৩টি (জেনাঃ২, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ১)। আইটেম নং 1(e), লাইফ সায়েন্স ৩টি (জেনাঃ ১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ২)। আইটেম নং1(f) ইতিহাস ৩টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ১, প্রতিবন্ধী১)। আইটেম নং : 1(g) ভূগোল ৩টি (জেনা : ১, তঃজাঃ ১, প্রতিবন্ধী ১)। আইটেম নং : 1 (h).

গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েদের

অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার (ইংরিজি মাধ্যম) : নেওয়া হবে এই সব বিষয়ের শিক্ষক পদে : ইংরিজি, বাংলা, অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, লাইফ সায়েন্স, ইতিহাস, ভূগোল। মূল মাইনে : ৯,০০০–৪০,৫০০ টাকা ও গ্রেড পে অনার্স গ্র্যাজুয়েটদের বেলায় ৪,৭০০ টাকা ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েটদের বেলায় ৪,৮০০ টাকা। ইংরিজি বিষয়ে লিখতে ও বলতে পারা দরকার। টিচিং বা এডুকেশনের ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। চাকরি হবে পশ্চিমবঙ্গ সাব–অর্ডিনেট এডুকেশনাল সার্ভিসে সরকার স্কুল বা মাদ্রাসায়। কারা কোন পদে যোগ্য :

জুলজি, বটানি বা ফিজিওলজির দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্স বা, দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেরা 'লাইফ সায়েন্স' বিষয়ের জন্য যোগ্য। তবে জুলজির অনার্স বা মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশদের বেলায় ডিগ্রি কোর্সে বটানি বিষয়, বটানির অনার্স বা, মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশদের বেলায় ডিগ্রি কোর্সে বটানি ও জুলজি সহায়ক বিষয় হিসাবে থাকতে হবে।

শূন্যপদ : ১৪টি (জেনাঃ ৮, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ২, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১)। পোস্ট কোড : 2(f).

বাংলা, কেমিস্ট্রি, ইংরিজি, ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল, ফিজিক্স বিষয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্স বা, দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য আবেদন করতে পারেন। কোন বিষয়ে কটি শূন্যপদ ও পোস্ট কোড নং তা দেওয়া হল : ইংরিজি বিষয়ে শূন্যপদ ১৪টি (জেনাঃ ৮, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ২, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১, তঃ জাঃ ৩) পোস্ট কোড : 2(a) বাংলা বিষয়ে শূন্যপদ ১৪টি (জেনা : ৬,ওবিসি–এ ক্যাটেগরি২, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১, তঃজাঃ৩, তঃউঃজাঃ১, প্রতিবন্ধী ১)। পোস্ট কোড : 2 (b) অঙ্ক বিষয়ে শূন্যপদ ১৪টি (জেনা : ৮,ওবিসি–এ ক্যাটেগরি১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১, তঃজাঃ৩, তঃউঃজাঃ১)। 2(c) ফিজিক্স বিষয়ে শূন্যপদ ১৪টি (জেনা : ৭,ওবিসি–এ ক্যাটেগরি১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১, তঃজাঃ৩, তঃউঃজাঃ১, প্রতিবন্ধী ১)। 2(d) কেমিস্ট্রি বিষয়ে শূন্যপদ ১৪টি (জেনা : ৮,ওবিসি–এ ক্যাটেগরি১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১, তঃজাঃ৩, তঃউঃজাঃ১)। 2(e) ইতিহাস বিষয়ে শূন্যপদ ১৪টি (জেনা : ৬,ওবিসি–এ ক্যাটেগরি১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ২, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ১, প্রতিবন্ধী ১)। 2(g) ভূগোল বিষয়ে শূন্যপদ ১৪টি (জেনা : ৮,ওবিসি–এ ক্যাটেগরি১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ১)।পোস্ট কোড : 2(h)

অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অফিসার : অর্থনীতি, স্ট্যাটিসটিক্স, কমার্স বা, অ্যাগ্রিকালচারের অনার্স ডিগ্রি বা মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভেসের কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বাংলায় লিখতে ও পড়তে পারা দরকার। আইনের ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। মূল মাইনে : ৯,০০০ – ৪০,০০০ টাকা। গ্রেড পে, ৪,৭০০ টাকা শূন্য পদ তিনটি (জেনাঃ১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১, তঃজাঃ১), চাকরি হবে পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র অ্যাগ্রিকালচারাল সার্ভিস (মার্কেটিং) এর কৃষি বিভাগে। পোস্ট কোড : 5.

ডেভেলপমেন্টঅফিসার(হ্যান্ডলুম): টেক্সটাইল টেকনোলজি বা হ্যান্ডলুম টেকনোলজির ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। হ্যান্ডলুম টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স পাঠ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। কো–অপারেটিভ সোসাইটির আইন, টেক্সটাইল মেটেরিয়াল বিষয়ে জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। **মূল মাইনে** : ৯০০০–৪০,০০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা। **শূন্যপদ :** ৩টি (জেনা: ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। চাকরি হবে পশ্চিমবঙ্গ জেনারেল সার্ভিসে, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড টেক্সটাইল বিভাগে। পোস্ট কোড : 3 ওপরের সব পদের বেলায় বয়স গুনতে হবে ১–১–২০১৫'র হিসাবে ৩২ (তবে ডেভলপমেন্ট অফিসার–হ্যান্ডলুম পদের বেলায় ৩৫) বছরের মধ্যে। তপশিলীর ৫ বছর, ওবিসি'রা ৩ বছর আর শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : 10/2015.

কাজের খবর

প্রার্থী বাছাই হবে স্ক্রীনিং টেস্ট/লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। কোন পদের বেলায় কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা 'অ্যাডমিট কার্ড' পাঠিয়ে জানানো হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত সিলেবাস পরীক্ষার তারিখ ঠিক হওয়ার আগে পিএসসি অফিসে টাঙিয়ে দেওয়া হয় কিংবা জানাতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে : www.pscwb.org.in

দরখাস্ত করবেন অনলাসনে ৮ জুন থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.pscwbonline.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি ফর্মাটে ২০ থেকে ৫০ কেবি'র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করবেন ২০০ ডিপিআই'তে।

প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে 'One Time Registration' এ ক্লিক করতে হবে। তখন একটি ফর্ম পাবেন। আগে যাঁরা পি এস সি'র কোনো দরখাস্ত অনলাইনে করার জন্য নাম রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন, তাঁদের নতুন করে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। ওই ফর্মের সব কলাম ঠিকভাবে পূরণ করবেন। এবার 'Register Button' এ ক্লিক করলে ওই রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি আবার মডিফাই করতে পারবেন। কিন্তু 'Confirm Button' এ ক্লিক করলে রেজিস্ট্রেশন আই.ডি ও পাশওয়ার্ড পাবেন। এই আই ডি. পাশওয়ার্ড প্রার্থীর নিজস্ব ই–মেল আইডি'তেও পাবেন।

যাঁরা প্রথম 'One Time Registration' করে আই ডি ও পাশওয়ার্ড পেয়েছেন তাঁরা আই ডি ও পাশ ওয়ার্ডে গিয়ে 'Log in'এ গিয়ে ক্লিক করলে ৬টি ট্যাব পাবেন। এবার স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। তখন Submit করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১৬০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা দিতে হবে ডেবিট কার্ড বা, ক্রেডিট কার্ড কিংবা নোট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যম, ২৫ জুনের মধ্যে। এছাড়াও টাকা অফলাইনে দিতে পারবেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চালানে, ২৬ জুনের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন।

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা অনিশ্চয়তার মুখে

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা প্রকল্পে গরিব মানুষদের চিকিৎসা পরিষেবা বর্তমানে শিকেয় উঠতে চলেছে। গত সোমবার আলিপুরে এই প্রকল্প নিয়ে এক সভা ছিল, সেখানে জেলার নথিভুক্ত ৬৯টি নার্সিংহোমের কর্তাব্যক্তিরা জেলা প্রশাসন ও বিমা কোম্পানির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। কারণ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার পরও দীর্ঘদিন ধরে বিমা কোম্পানি তাদের বকেয়া টাকা দিচ্ছে না। এক একটি নার্সিংহোম ৩–৪ লক্ষ টাকা পায়। টাকা না পেলে আগামী জুলাই মাস থেকে তারা আর আর এস ভিওয়াই কার্ডধারী মানুষদের চিকিৎসা পরিষেবা দেবেনা। জেলা প্রশাসন অবশ্য তাদের আশ্বস্ত করেছে যে ১৫ দিনের মধ্যে সমস্যা মিটে যাবে।

প্রসঙ্গত, বিপিএল কার্ডধারী গরিব মানুষরা ৩০ টাকার বিনিময়ে একটি কার্ড পান। ওই কার্ডের দ্বারা পরিবারের ৫ জন ব্যক্তি বছরে ৩০,০০০ টাকার চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পায়। জেলায় ৬৯টি প্রাইভেট নার্সিংহোম এবং ১২টি সরকারি হাসপাতালে এই প্রকল্পের নথিভুক্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষ ২০ হাজার কার্ড দেওয়া হয়েছে। টার্গেট ছিল সাড়ে পাঁচ লক্ষ। বিমা কোম্পানি হিসাবে দায়িত্ব আছে আই সি সি আই লুম্বার্ড। প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ লাটুয়া (উন্নয়ন) এবং সৈকত চক্রবর্তী (নোডাল অফিসার)। ওই বিমা কোম্পানি নানা বাহানায় নার্সিং হোমগুলির বকেয়া টাকা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ।

জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুন রায় বলেন, আমাকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন যাতে করে গরিব মানুষরা ৩০ টাকার বিনিময়ে ৩০,০০০ টাকার চিকিৎসা পরিষেবা পাক। কিন্তু কি কারণে জানিনা এই বিষয়টি নিয়ে সেভাবে প্রচার করা হচ্ছে না। জনপ্রতিনিধিদের এই প্রকল্পে যুক্ত করতে না পারলে কোনওদিন প্রকল্পটি সর্বাত্মক হবেনা। এই প্রকল্পে কেন্দ্র সরকার দেয় ৭০ শতাংশ ও রাজ্য সরকার ৩০ শতাংশ টাকা। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককেও নাকি বিষয়টি সেভাবে জানানো হয়নি। জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ বলেন, আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ নেব।

ছাত্রের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

মেহেবুব গাজি

সারা রাত নিখোঁজ থাকার পর মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পাশের পুকুর থেকে ছাত্রের দেহ উদ্ধারকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো ফ্রেজারগঞ্জের অমরাবতী এলাকায়। নিহত অপূর্ব প্রধান (১৪) স্থানীয় নারায়ণীতলা ধণেশ্বর শিক্ষাসদনের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। দেহের পাশ থেকে একটি মোবাইলের কভার উদ্ধার করেছে পুলিশ। অপূর্বর মুখে ও কানে রক্তের চিহ্ন মিলেছে বলে পুলিশের দাবি। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, মায়ের অবৈধ সম্পর্ক জানতে পারায় মা অঞ্জনা প্রধান ও তাঁর প্রেমিক সুকদেব মাঝি পরিকল্পনা করে ছেলেটিকে খুন করে। দেহ উদ্ধারের পর এলাকার বাসিন্দারা অঞ্জনার বাড়িতে চড়াও হয়ে তাকে ব্যাপক মারধর করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে উত্তেজিত বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। দীর্ঘক্ষণ দেহ আটকে রেখে অঞ্জনা ও তাঁর প্রেমিককে গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার বাসিন্দারা। দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে। লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম হন পাঁচ বাসিন্দা। যদিও লাঠিচার্জের ঘটনা স্বীকার করেনি পুলিশ। পরে ছাত্রটির বাবা যুধিষ্ঠির প্রধান ফ্রেজারগঞ্জ থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি ছেলের দেহের পাশ থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল কভারটি সুকদেব মাঝির বলে চিহ্নিত করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ অঞ্জনা প্রধানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সুকদেব মাঝিকে খুঁজছে পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যদিও এদিন রাত পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করেনি পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই ভাই–বোনের মধ্যে বড় অপূর্ব। বাবা যুধিষ্ঠির প্রধান পেশায় মৎসজীবী। কাজের সূত্রে বেশিরভাগ দিন বাড়ির বাইরে থাকেন তিনি। ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাড়িতে একাই থাকতেন অঞ্জনা প্রধান। অভিযোগ কয়েক মাস ধরে তাদের বাড়ি তৈরির কাজের সুবাদে অঞ্জনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এলাকার যুবক পেশায় রাজমিস্ত্রি সুকদেব মাঝির। তারপর থেকে প্রায়ই ওই ছাত্রের বাড়িতে যাতায়াত ছিল সুকদেবের। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ পাশের পাড়ায় কোচিংয়ে পড়তে গিয়েছিল অপূর্ব। রাত ৯টা নাগাদ ছুটি হয়ে গেলেও আর বাড়িতে ফেরেনি সে। রাতে খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও অপূর্বর খোঁজ পায়নি পরিবারের লোকজনেরা। এদিন সকালে বাড়ির পাশেই মাঠের মাঝখানে পুকুরে অপূর্বর দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দা সুকুমার জানা বলেন, 'মায়ের সঙ্গে রাজমিস্ত্রির অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পারায় পরিকল্পিতভাবে ছেলেকে খুন করা হয়েছে। অবিলম্বে পুলিশ অঞ্জনা ও তার প্রেমিককে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আসল সত্যিটা বেরিয়ে যাবে।' যুধিষ্ঠির প্রধান বলেন, 'ছেলেকে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে। পুলিশের কাছে খুনের অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশ তদন্ত করে আসল অপরাধীদের গ্রেফতার করুক।' দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরি জানান, তদন্ত চলছে। দেহ ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

বাচ্চু দত্তের প্রয়াণে মৃত্যু স্বপ্নের

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলে গেলেন বাচ্চু দত্ত। পোশাকী নাম মৃণালকান্তি দত্ত। সব জায়গাতেই তিনি নিজের পরিচয় দিতেন এইভাবে, 'আমি যৌনকর্মীর সন্তান'। দেশ–বিদেশের মানুষেরা তাঁর এই সাহসে মোহিত হতেন। কোনোদিন নিজেকে লোকাননি। তাঁর সাহসে ভর করেই, আজ যৌনকর্মীরা এবং তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছেন। তিনি ছিলেন, যৌনকর্মী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, যৌনকর্মী প্রকল্পের প্রকল্প–অধিকর্তা। যৌনকর্মী সমাজের মানুষ হিসেবে তিনিই প্রথম অধিকর্তা হয়েছিলেন। নজর কেড়েছিলেন সারা বিশ্বে।

আন্দোলনের মাধ্যমেই যৌনকর্মী এবং তাঁদের সন্তানদের অধিকার আদায়ে সংগঠন তৈরি থেকে শুরু করে সবরকম লড়াই তিনি চালিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি যৌনকর্মী পল্লীতে যৌনকর্মীদের আত্মরক্ষার জন্য এবং যৌনকর্মীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গড়ে তুলেছিলেন যৌনকর্মী সংগঠন। বুঝেছিলেন, যৌনকর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার শিক্ষা। সেই উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল যৌনকর্মীদের এবং তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা। গড়ে তুলেছিলেন যৌনকর্মীর সন্তানদের আবাসিক হোম। এর বাইরেও তিনি ছিলেন উঁচু দরের লেখক। লিখেছিলেন, বাবুদের অন্দরমহল, যৌনকর্মীর জীবনসত্য, পাখি হিজড়ের বিয়ে প্রভৃতি বিখ্যাত বই। খ্যাতির শীর্ষে উঠেও মানুষটা ছিলেন মাটির কাছাকাছি। বাচ্চু বাবুর ক্যারিস্মাকে অস্বীকার করতে পারেননি তাবড় তাবড় মানুষেরাও। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনীত, মিশুকে, দক্ষ প্রশাসক–সংগঠক। তিনি ছিলেন স্বপ্ন। মানুষটা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতেন। তাই পেরেছিলেন, একটি প্রান্তিক সমাজকে নেতৃত্ব দিতে। পেরেছিলেন, নিজের সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে। গত ১০ জুন তাঁর মৃত্যু হল। কিন্তু মৃত্যুতেই তো সব শেষ হয় না, বাচ্চু দত্ত বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে, তাঁর স্বপ্নের মধ্যে। যৌনকর্মীদের আন্দোলনের পুরোধা এই মানুষটি এমন একটি প্রেক্ষাপটে প্রয়াত হলেন, যখন সমকামিতার অধিকার নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে গোটা বিশ্ব। উন্নত দেশ তথা আমেরিকা, ইউরোপ ছাড়িয়ে এই ঢেউ এসে পৌঁছেছে ভারতেও। বিশেষ করে এখানে যৌনকর্মীদের অধিকার রক্ষায় যে সংগ্রাম এবং আপোষহীন লড়াই প্রতিনিয়ত চলছে তার ক্যাপ্টেন ছিলেন বাচ্চুবাবু। আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার শান্তিকামনা করা হচ্ছে।

বজবজে বিশ্ব পরিবেশ দিবস

দীপক ঘোষ : ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ''এনভায়ারমেন্টাল ওয়েল সোসাইটি''–র উদ্যোগে শিশু ও বয়স্কদের নিয়ে পরিবেশ এর বিষয় অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয় বজবজ হালদার পাড়া কালীতলা মঞ্চে। সমাজের বিশিষ্ট মানুষ ডাঃ তিতাস রায়, কাউন্সিলর দীপক ঘোষ, বজবজ পুরসভার স্যানেটারি ইন্সপেক্টর বিভাস ভট্টাচার্য, শঙ্করনাথ দাস প্রমুখরা পরিবেশ নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সন্ধ্যায় তাসের দেশ নাটক, অঙ্কন প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সংগঠনের সভাপতি সায়মন দাস উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

স্ফুলিঙ্গ'র নজিরবিহীন রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্ফুলিঙ্গ–র স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের প্রবল উৎসাহ ও সামাজিক দায়িত্ব পূরণের তাগিদ এবং আয়োজক সংস্থার উদ্যোগে ৭ জুন বজবজের বুকে ঘটে গেল এক রক্তদান বিপ্লব। এই দাবদাহের মধ্যে মহিলা ও পুরুষ সহ ৯২ জন রক্তদান করেন। কোনও উপহার নয়, রক্তদাতা প্রতিবছর এই রক্তদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এই নিয়ে একটানা ৩৩ বছর রক্তদান শিবির করে চলেছে এই স্ফুলিঙ্গর কর্মকর্তারা। বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, বিশিষ্ট শিক্ষক শুভময় রায়, স্বপন মাইতি সহ আরও অনেকে।

দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ গত ৭ জুন, রবিবার ভোর রাতে কাকদ্বীপের উত্তর গোবিন্দপুরে এক আইনজীবীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল। নগদ লক্ষাধিক টাকা সহ দশ ভরি সোনার গহনা ও দামি জিনিসপত্র মিলিয়ে চুরির পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা। থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে কাকদ্বীপ ষ্টেশন লাগোয়া বাড়িতে এই চুরির ঘটনায় ক্ষোভ ছড়ায় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। রাত পর্যন্ত চুরির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বেশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে প্রচন্ড গরমে পেশায় আইনজীবী শিবাজী পাত্র ও তার পরিবারের লোকজনেরা ঘটনার দিন রাতে দোতলার সব ঘর তালা বন্ধ করে নিচের তলার ঘরে ঘুমোতে যান। সকালে উঠে দেখেন দোতলার প্রত্যেকটি ঘরের তালা ভাঙা। এরপর ঘরের ভিতরে ঢুকেই চক্ষু চড়ক গাছ। সমস্ত জিনিসপত্র ওলোটপালট হয়ে পড়ে রয়েছে। আলমারি ও শোকেস ভেঙে নগদ টাকা, সোনার গহনা সহ দামি শাড়ি ও দামি জিনিসপত্র উধাও। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। শিবাজীবাবু বলেন, 'চিলে কোঠার দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছিল চোরেরা। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।' স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'গত কয়েক মাসে এলাকায় বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনটাতেই কিনারা করতে পারেনি পুলিশ।'

জমি বিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ জমি দখলকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের সংঘর্ষে গত ১০ মে বুধবার দুপুরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল নামখানার রাজনগর। ঘটনায় জখম উভয়পক্ষের ৪ জনকে স্থানীয় দ্বারিক নগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে দু'পক্ষের ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে তিনটি বাড়ি। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামে পাশাপাশি বাস শ্যালক গৌরহরি মণ্ডল ও ভগ্নিপতি বিশ্বনাথ পাত্রের। দু'জনের মধ্যে জমি দখল নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ। এদিন একপক্ষ দলবল নিয়ে জমির দখল নিতে গেলে আরেক পক্ষ বাধা দেয়। সেই গন্ডগোল চলে আসে গ্রামের মধ্যে। বাঁশ, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে শুরু হয় দু'পক্ষের সংঘর্ষ। উত্তাল হয়ে ওঠে গ্রাম। সেসময় তিনটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে শ্যালক–ভগ্নিপতি সহ এগারো জনকে গ্রেফতার করে।

চাষিদের ক্ষতিপূরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলকোট ব্লকের গোতিষ্ঠা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষতিগ্রস্ত বোরোধান চাষিদের ক্ষতিপূরণ দিল মঙ্গলকোট ব্লক প্রশাসন। কাশেমনগরের বালিকা বিদ্যালয়ে একটি শিবির করে ওই এলাকার ৫৮৬ জন চাষির হাতে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ১৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৪১ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে শিলাবৃষ্টিতে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে ওই এলাকার চাষিদেরও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। চেক বিলির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধক্ষ্য বুদ্ধদেব ভারুই, গোতিষ্ঠা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভাগ্যধর দাস, উপপ্রধান সরকত মল্লিক, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির সঞ্চালক উদয়চাঁদ কর্মকার, মঙ্গলকোট ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা উৎপল খেয়ারু, সহ কৃষি অধিকর্তা (বিষয় বস্তু) কাটোয়া মহকুমা চন্দন দাস এবং বিপদ ভঞ্জন পাল সহ কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক অমল সাহা এবং অপরেশ ঘটক, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই চেক বিলিকে কেন্দ্র করে কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। এত তাড়াতাড়ি ক্ষতিপূরণের চেক দেওয়ার জন্য চাষিরা সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

উন্নয়নের কাজে হিমশিম কাউন্সিলর ত্রয়ী

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

গড়িয়া বোড়াল পুরসভা

রাজপুর সোনারপুর পুরসভার নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছু কাউন্সিলর বিপাকে পড়েছেন এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। যেমন ৩৪ নং ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলর দীপা ঘোষ বলেন আগের সিপিএমের কাউন্সিলর কিছুই করে যাননি। এখন আমাদের ঝক্কি সামলাতে হচ্ছে। যেমন পানীয় জল, বিদ্যুত, কাঁচা রাস্তাঘাটকে পাকা করা হয় নি এই পাঁচ বছরে। যার জন্য ওয়ার্ডের মানুষ এতোটাই ক্ষুব্ধ হয়ে আমাদেরকে ভোটে জিতিয়েছেন। এই ওয়ার্ডের মানুষকে সব চেয়ে বেশি সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে পানীয় জলের কষ্টতে। এই অবস্থায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি পাম্পিং স্টেশন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। নোদাখালীর পাম্প না চললে এলাকায় জল পাওয়া যায় না। সুতরাং শুধু নোদাখালীর উপরে ভরসা করে এলাকার মানুষের জলের কষ্ট মিটবে না। সেই কারণে অবিলম্বে একটি পাম্প হাউস করতে হবে। অথচ এই পাম্প হাউস করার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন সেই অর্থ ভান্ডারে নেই। সুতরাং এই সব কারণে কাউন্সিলরা বিপাকে পড়েছেন। ওয়ার্ড নম্বর ৩৩–এর বিশ্বজিৎদের বক্তব্য এখানে বৃষ্টি হলে জলমগ্ন হয়ে যায় লেক পল্লি ও সরলদীঘি এবং বিশেষ করে চারটি বুথে একদম পানীয় জল নেই বললেই চলে। আগের কাউন্সিলর যে ভাবে ড্রেনগুলো আঁকাবাকা করে যার ফলে জল ঠিকমতো বেড়োতে পারছে না ও ঢুকতে পারছে না। তাতে করে নিকাশি ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে। ঠিক একই রকম অভিজ্ঞতা শোনালেন ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌরহরি দাস। গৌরহরিবাবু বলেন গত পাঁচ বছরে বিনা প্ল্যানে বাড়িগুলির অনুমতি দিয়েছেন কাউন্সিলর। পুরসভাকে অন্ধকারে রেখে। ওখানকার বাসিন্দারা বাড়ি তুলেছেন কেউ চারতলা, কেউ বা তিনতলা। যে যার খুশি মতো যত্রতত্র বাড়ি তৈরি করে গিয়েছে। ওয়ার্ডের ড্রেনের ব্যবস্থা নেই রাস্তা ঘাটের সু–বন্দোবস্ত নেই বললেই চলে। এখন এই ওয়ার্ডের মানুষের নৈমিত্তিক চাহিদা দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে। এছাড়া কলকাতার ১১০ নম্বর ওয়ার্ডে জল রেনিয়ায় এসে ঢুকছে যার ফলে রেনিয়ায় কোমড় পর্যন্ত জল হচ্ছে। অন্যদিকে জায়গাটা খুবই নিচু, এই সঙ্গে ভালো ড্রেনের ব্যবস্থা করা যায়নি গতবারের কাউন্সিলর বিজলী দাসের আমলে। এখন এই ওয়ার্ডে মানুষ আমাদের ভোটে জিতিয়ে তাদের দৈনন্দিন সমস্যা মেটানোর জন্য আমাদের কাছে আসছে। সুতরাং এতোদিনের সমস্যা তাড়াতাড়ি সমাধান করা সম্ভব না হলেও যতটুকু সমস্যা মেটানো যায় সেই জন্য আমরা দ্রুততার সঙ্গে কাজগুলো নিষ্পত্তি করার চেষ্টা চালাচ্ছি।

মাধ্যমিক–উচ্চমাধ্যমিক ২০১৬

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : ৬ জুন শনিবার বিকেলে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে ২০১৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করা হয়। আগামী বছর পরীক্ষা শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার। শেষ হবে ২৯ ফেব্রুয়ারি সোমবার। ২০১৬ সালের একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ সূচি জানতে ক্লিক করুন : http://wbchse.nic.in/html/index.html–এ। এদিকে ৫ জুন শুক্রবার রাত্রে ২০১৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি সোমবার পরীক্ষা শুরু হয়ে পরীক্ষা শেষ হবে ১০ ফেব্রুয়ারি বুধবার। সূচি জানতে ক্লিক করুন : www.wbbse.org–এ।

মহানগরে

সারদাকে দেওয়া পুর লাইসেন্সের নথি তলব সিবিআইয়ের

Government of India
Central Bureau of Investigation
Office of the Superintendent of Police
Special Investigating Team
Special Crime Branch
CGO Complex, Ground & Second Floor, A Wing
DF Block, Salt Lake, Kolkata - 700 064.
Ph.No. (033) 2359-6118/19, Ph. & FAX: (033) 2334-8713.

No. 1531/3/4/S/2014. Date: 04.06.2015.

To
The Chief Manager (Licence),
Kolkata Municipal Corporation,
Central Municipal Office Building,
1st Floor, 5, S N Banerjee Road,
Kolkata-700013.

Sub: Investigation of CBI SCB (SIT) Case No. RC 04/S/14, - Reg.

Sir,
In connection with investigation of the case under reference following documents/information are urgently required at this end:

(1) Copy of the trade licence/any other licence issued by Kolkata Municipal Corporation to the following companies of Saradha Group : (a) M/s. Saradha Realty India Limited, 455, Diamond Harbour Road, Kolkata (b) M/s. Saradha Housing (P) Ltd., 455, Diamond Harbour Road, Kolkata (c) Saradha Tours & Travels (P) Ltd., 64, Shakespeare Sarani, Kolkata and (d) M/s. Saradha Garden Resorts & Hotels (P) Ltd., 64, Shakespeare Sarani, Kolkata.
(2) Copy of the application form submitted by the above named companies, verification report and recommendations received from concerned Borough Offices for issuance of trade licence.
(3) Details of amount of applicable fees received from the above named companies,
(4) Details(Name, Proprietor, Nature of Business, Date of issuance of Trade Licence) of other companies issued with Trade Licence on the above two addresses i.e 455, Diamond Harbour Road, Kolkata and 64, Shakespeare Sarani, Kolkata.

It is requested that the above documents/details may please be arranged to be forwarded to this office by 15.06.2015.

Yours faithfully,
4-6-15
(F B karna)
Addl. Supdt. of Police
Special Investigating Team
CBI SCB Kolkata

এই সেই সিবিআইয়ের চিঠি। যা নিয়ে এখন কলকাতা পুরসভার রাজনৈতিক হাওয়া সরগরম। একদিকে বিরোধীরা এই চিঠি নিয়েই পুর ইতিহাস কলঙ্কের অভিযোগ তুলছেন, অন্য দিকে মেয়র নিজেই এই চিঠির কথা অস্বীকার করছেন।

বরুণ মণ্ডল

ফাঁপরে বেহালার বরো ১৩

সল্ট লেকের সিজিও কমপ্লেক্স স্থিত 'সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনে'র আঞ্চলিক অফিস থেকে ৪ জুন বিকাল চারটেতে পাঠানো সিবিআই, এসসিবি কলকাতার 'স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং টিমে'র একটি চিঠি ৮জুন সন্ধে ছ'টাতে অফিস বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কলকাতা পুর নিগমের কেন্দ্রীয় পুর ভবনে এসে পৌঁছলো না। দীর্ঘদিন চাপান উতোরের পর সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত–সূত্রে এবার কলকাতা পুর নিগমকে চিঠি পাঠালো সিবিআইয়ের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ, কলকাতা। সারদা গ্রুপের চারটি সংস্থা—মেসার্স সারদা রিয়েলটি ইন্ডিয়া লিমিটেড, মেসার্স সারদা হাউসিং প্রাইভেট লিমিটেড, সারদা ট্যুরস্ এন্ড ট্রাভেলস প্রাইভেট লিমিটেড এবং মেসার্স সারদা গার্ডেন রিসর্ট অ্যান্ড হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেড –কে কী কী শর্তে পুর নিগম ব্যবসা করার জন্য ট্রেড লাইসেন্স দিয়েছিল, ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ঠিক কত টাকা নিয়েছিল এসবের বিশদ তথ্য চেয়ে পুর নিগমের চিফ ম্যানেজার (লাইসেন্স)কে চিঠি (No. 1531/3/4/S/2014, dt.:04.06.2015) পাঠিয়েছে সিবিআই এসসিবি কলকাতার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফণিভূষণ কর্ণ। চিঠিতে নির্দিষ্ট করে যে চারটি বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছে সেগুলি এরকম : ৪৫৫, ডায়মন্ড হারবার রোড, তৃতীয় তল, কলকাতা–৩৪, বেহালা ট্রাম ডিপো লাগোয়া ট্রাম স্টেশনের ট্রাম ঢোকার মুখে বাম হাতের ত্রিতল ভবনটিতে সারদা রিয়েলটি ও সারদা হাউসিং এবং মধ্য কলকাতার ৬৪, শেকসপিয়র সরণি (পুরাতন থিয়েটার রোড), ঠিকানায় সারদা ট্যুরস এণ্ড ট্রাভেলস ও সারদা গার্ডেন রিসর্টস এণ্ড হোটেলস— এই চারটি সংস্থাকে ব্যবসা করার জন্য যে ট্রেড লাইসেন্স পুরসভা দিয়েছিল, তার প্রতিলিপি চাওয়া হয়েছে। ওই চারটি সংস্থার তরফে ট্রেড লাইসেন্সের জন্য যে আবেদন করা হয়েছিল এবং যার ভিত্তিতে পুরসভার 'ভেরিফিকেশন রিপোর্টে'র প্রতিলিপিও সিবিআইয়ের তরফে চাওয়া হয়েছে। এই সংস্থাগুলির ব্যবসার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বরো অফিসগুলি থেকে কোনও সুপারিশ করা হয়েছিল কী না, হলে তাতে কী বলা হয়েছিল, সে সবও জানতে চেয়েছে সিবিআই। সারদার সংস্থাগুলির জন্য কত ট্রেড লাইসেন্স ফি ধার্য হয়েছিল এবং ওই দুই ঠিকানায় আর কোন কোন সংস্থাকে পুরনিগম ট্রেড লাইসেন্স দিয়েছে, তারও বিস্তারিত নথিপত্র ও মালিকানা পত্র চেয়ে পাঠিয়েছে সিবিআই। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর,বেহালা ট্রাম ডিপোর বাড়িটিতে কাগজপত্রে যে ৫৯০০ বর্গফুট পরিমাণ জায়গা পুর নিগমের পক্ষ থেকে সারদাকে ব্যবসার জন্য লাইসেন্স দেখানো হয়েছে, বাস্তবে সিবিআই তদন্তে গিয়ে মাত্র ১৩০০ বর্গফুটের মতো জায়গার খোঁজ পায়। অনেক ক্ষেত্রে পুর নিগম যে ঘরের কথা লাইসেন্সে বলেছে, সিবিআই বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই সে ঘরের কোনও অস্তিত্ব পায়নি। এমন কি দু'টি ঘরকে পার্টিশন করে অনেকগুলি খুপড়ির মতো ঘর বলে দেখানো হয়েছিল। যদিও পুর কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে এসব ক্ষেত্রে এলাকায় গিয়ে তদন্ত করা হয় না। পুরসভাকে আগামী ১৫ জুনের মধ্যে নথিপত্র সমস্ত তথ্য সিবিআইয়ের অফিসে পাঠাতে বলা হয়েছে। ৬৪, শেক্সপিয়র সরণি এই একটি ঠিকানায় সারদা গোষ্ঠীর একাধিক সংস্থার নামেও ট্রেড লাইসেন্স পুরসভা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, সারদা সংস্থার 'সকালবেলা' ও 'দি বেঙ্গল পোস্ট' দৈনিক বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা দুটি বেহলার এই ঠিকানা থেকে প্রকাশিত হতো। আরএনআই নম্বর এই ঠিকানা থেকে আলিপুর থেকে করা হয়েছিল।

একটি ভবনের একই ঠিকানায় সারদা গোষ্ঠীর ৪৩টি সংস্থার নামে ট্রেড লাইসেন্স কিভাবে দেওয়া হয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ৪৩টি কেন? ৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটে (কলকাতা হাইকোর্টের বিপরীতে) একটি ঠিকানায় ১৫০ টিরও অধিক সংস্থাকে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। অতএব, এটা কোনও বিষয়ই নয়। আবার, ২০১৩–র নভেম্বর পর্যন্ত সারদা সংস্থার ট্রেড লাইসেন্স রিনিউয়াল করা হয়েছে। পুরনিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ কংগ্রেস পুর প্রতিনিধি আইজীবী প্রকাশ উপাধ্যায় চিৎকার চেঁচামেচি করায় নভেম্বরেই পুরনিগম তড়িঘড়ি সেই ট্রেড লাইসেন্স পুরোপুরি বাতিল করে। আবার পুর নথিতে সারদার সংস্থাগুলির যে 'স্ট্যাটাস অব বিজনেস' দেখানো হয়েছে, বাস্তবের ব্যবসার সঙ্গে তার কোনও সাদৃশ্য নেই। স্থানীয় বরো–১৩ অফিস তদন্ত ছাড়াই কিভাবে ট্রেড লাইসেন্স পাইয়ে দিল। সিবিআই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশবাবু বলেন, 'সত্যের জয় হয়েছে এঘটনায় মহানাগরিককে গ্রেফতার করা উচিত।' মহানাগরিকের বক্তব্য, 'একটি সংস্থা অন্য একটি সংস্থাকে চিঠি দিল। কিন্তু যাকে চিঠি দেওয়া হল, সে চিঠি পাওয়ার আগেই তা বাইরে (সাংবাদিকদের হাতে) বেরিয়ে গেল। ঘটনাটি রহস্যজনক ও দুর্ভাগ্যজনক। সিবিআই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কাজ করছে।'

Alipur Barta : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 33, 13 June - 19 June, 2015

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ১৩ জুন – ১৯ জুন, ২০১৫

উচ্চশিক্ষায় নিয়োগে স্বচ্ছতা আসুক

বাম আমলে শিক্ষায় বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় লাগাম ছাড়া স্বজন পোষণ ও লালীকরণের বিরুদ্ধে পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় এসেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বেআইনি নিয়োগ নিয়ে তদন্ত হবে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু অ্যাকাডেমিক অডিট এর কথা বলেছিলেন। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল কলেজ সার্ভিস কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিয়োগে যে অনিয়ম ও অন্যায় হয়েছিল সেগুলির কোনও প্রতিকার হয়নি। শুধু তাই নয়, একদা বাম আমলে নানা 'খুঁটি' ধরে যারা অনেক যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা করে নিয়েছিল তারাই এখন 'মা–মাটি–মানুষ'–এর তকমা গায়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।

গত বাম আমলের শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে একদা যেমন পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল তেমনি মামলাও কম হয়নি অথচ প্রতিশ্রুতি মতো 'অ্যাকাডেমিক অডিট' দূরের ব্যাপার অনেক অধ্যাপক অধ্যাপিকাই রাতারাতি শাসক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন অক্লেশে। যারা কোনও দিন রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য পথে নামেন নি, যারা 'বামজমানা পরিবর্তন অসম্ভব' এই তত্ত্ব প্রচার করতেন আজ তারাই শিক্ষাক্ষেত্রকে কুক্ষিগত করছেন নানা উপায়ে।

বাম আমলে যাঁরা বেআইনি কাজের বলি হয়েছিলেন সেই সমস্ত 'শিক্ষা শহিদ'রা আজ রাজ্যে ব্রাত্য। অনেক কম যোগ্যতা সম্পন্ন ও নিম্নমেধার শিক্ষকরা চাকরি করছেন ঠিক তাঁদের বাম ঘুঁটির জোরে।এমন বহু তথ্য বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ছাড়াও বহু ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় আলোচিত হয়েছে বারংবার। পরিবর্তনের সরকার বাম জমানার শিক্ষার সেই কালো দিকগুলির দিকে নজর দেননি গত চার বছরে। এমন কী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার সহ অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বাম আমলের এক্সপার্টরাই ভোল বদলেছেন। সাংবাদিকতার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একদা আলিমুদ্দিনের অনিল বিশ্বাস শেষ কথা বলতেন। বাম মানসিকতার সাংবাদিক কূল তৈরির লক্ষ্যে তাঁদের বল্গাহীন রাজনীতির সমস্ত তথ্য আজও প্রকাশ্যে আসেনি। সম্প্রতি বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী সঙ্গত ভাবেই অধ্যাপকদের চাকরির প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। আগামী দিনে কলেজ সার্ভিস কমিশনের নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে স্বচ্ছতা থাকে তা দেখা দরকার। দুর্নীতির শিকড় অনেক গভীরে। বাম আমলে যাঁরা বঞ্চনার শিকার তারা বয়সের কারণে হয়তো সুযোগ পাবেন না চির জীবনের জন্য। কিন্তু আগামীতে যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে যাবে তাদের যোগ্যতা ও মানবিক মূল্যবোধ যেন সঠিকভাবে যাচাই করা হয়। যারা অবিচারের শিকার হয়েছেন তাঁদের প্রতি সুবিচার করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী এগিয়ে আসুন কারণ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু একদা সরকারি ই–মেলে অভিযোগ জানানোর বার্তা দিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে একটি অবিচারেরও প্রতিকার হয়নি। শিক্ষায় স্বচ্ছতা এলে আগামীতে রাজনীতিও অনেক স্বচ্ছ হবে সাধারণের কাছে।

অমৃত কথা

কামারের নাইয়ের ওপর কতো আঘাত পড়ে অথচ সে যেমন তেমনই থাকে। মানুষের ঐ রকম সহ্যগুণ হওয়া উচিত।

যেমন আমি এক সময় লেংটা আর এক সময় কাপড় পরা, ব্রহ্মাও সেই রকম কখন সগুণ, কখন নির্গুণ।

মুক্ত পুরুষের কি মায়া থাকে? খাঁটি সোনার গড়ন হয় না, একটু পান (খাদ) দিতে হয়। সেই রকম মায়াহীন মানুষের দেহ থাকে না। দেহ থাকলে একটু মায়া থাকেই থাকে।

তাঁকে যতই চিন্তা করবে, সংসারে সামান্য ভোগের জিনিসের প্রতি আসক্তি ততই কমে যাবে। তাঁর পাদপদ্মে যতই ভক্তি হবে বিষয় বাসনা ততই কমে আসবে, দেহের সুখের দিকে নজর কমবে, পরস্ত্রী মাতৃবৎ বলে বোধ হবে। নিজের স্ত্রীকে সহায় বন্ধু বলে মনে হবে, পশুভাব চলে গিয়ে দেবভাব আসবে। সংসার একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে, তখন সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারবে।

পরমহংসদেব যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুখ্যাতি করতে লাগলেন, পণ্ডিত মশাই তখন সাম্যবাদীদের মতো বললেন, 'আজ্ঞে মানুষ সব সমান, আমি আর বিশেষ কি?' পরমহংসদেব বললেন, 'মানুষ সব সমান, তবে আমি তোমায় দেখতে এসেছি কেন? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে?' মানুষ সব সমান বটে, কিন্তু শক্তিতে প্রভেদ।

মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় পরমহংসদেবকে বললেন, 'মশাই, বৈরাগ্যের প্রচার করে দেশটা উচ্ছন্নে গিয়েছে, আপনি যাতে জগতের হিত হয়, তাই লোককে করতে উপদেশ দিন।' পরমহংসদেব বললেন, 'বাপু! গঙ্গায় কাঁকড়ার বাচ্চা হয় দেখেছ? এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ সেই এক একটা ক্ষুদ্র কাঁকড়া বইতো নয়। তবে আর তাদের এতো অভিমান কেন? একটা চুল সোজা করবার সামর্থ্য নেই যাদের, তারা আবার জগতের হিত করবার অভিমান করে কেন? যার জগৎ সেতো ভুলে নেই, হিত যা করতে হয়, সেই তা করবে ও করছে।'

পাল্লার যে দিক ভারি হয়, সেই দিক নেবে পরে, যে দিক হাল্কা সেদিক ওপরে উঠে যায়। তেমনি যার (সংসার, মান, সম্ভ্রম, টাকাকড়ি) নানা ভার সেই নেবে পরে, আর যার কোনও ভার নেই, সেই উঠে ঈশ্বরের রাজ্যে যায়।

ফেসবুক বার্তা

কোনও মানুষ নয়,জ্বরে আক্রান্ত স্বয়ং ভগবান। ফেসবুক চিত্রে ধরা পড়েছে কলির শ্রেষ্ঠ ভগবান জগন্নাথদেব, তাঁর অগ্রজ বলরাম এবং ভগিনী সুভদ্রার কম্পন মথিত অবস্থা। অবশ্য জ্বরের হাত থেকে বাঁচতে দেবতাদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায়। আশা করা যায় খুব দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠবেন এই দেবদেবীরা।

স্বশাসনের আড়ালে ব্র্যান্ড গোর্খাল্যান্ড পর্ব ২৭

নির্মল গোস্বামী

গোর্খা লিগ নেতা মদন তামাং খুনে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং–এর বিরুদ্ধে কলকাতা নগর দায়রা আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। এই পরিস্থিতিকে অন্য দিকে মোড় দেওয়ার জন্য জনমুক্তি মোর্চা পার্বত্য এলাকায় গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলন শুরু করেছে। ৮০র দশকে প্রয়াত সুভাষ ঘিসিং–এর গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট থেকে বিমল গুরুং–এর জনমুক্তি মোর্চার আন্দোলন পাহাড়কে অশান্ত করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্পের বিপুল ক্ষতি শুধু করে নি, দার্জিলিং–এর অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ থেকে গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গড়ে উঠেছে। তবু পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাহাড়কে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বন্ধ করা যায় নি।

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের শুরুর ইতিহাস রয়েছে। হিমালয় সন্নিহিত ছোট জেলা দার্জিলিং জেলা এবং সন্নিহিত ডুয়ার্স অঞ্চল নিয়ে গোর্খাল্যান্ড গঠনের দাবি ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকে শুরু হয়েছে। জগৎ বিখ্যাত চা সিঙ্কোনা চাষের সমৃদ্ধ এবং হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দর্শনের জন্য প্রতিবছর দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের ভিড় বেড়েছে। অথচ পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন হয় নি। গোর্খা উপজাতীয় সংস্কৃতি বেড়েছে। অথচ পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন হয়নি। গোর্খা উপজাতীয় সংস্কৃতি ও ভাষাগত অধিকারের দাবিতে স্বতন্ত্র রাজ্য গোর্খাল্যান্ড গঠনের প্রথম ডাক দেওয়া হয়েছিল ১৯০৭ সালে। ২০১১ সালে জনগণনায় প্রায় ৪০ লক্ষ গোর্খা জনবসতি অঞ্চলটি ছিল অষ্টাদশ শতকে সিকিমের এলাকা ভুক্ত অঞ্চল। ১৭৮০ সালে গোর্খারা সিকিম আক্রমণ করে এবং দার্জিলিং শিলিগুড়ির কিছু অংশ দখল করে। গোর্খাদের স্বাধীন শাসন বজায় রাখার পর ব্রিটিশ–নেপাল যুদ্ধের সময় এই অঞ্চলটির স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অর্ন্তভুক্ত দার্জিলিং জেলাটি গড়ে ওঠে ১৮৬৬ সালে। কালিংপং অঞ্চলটি দার্জিলিং–এর সাথে যুক্ত করে। পশ্চিমের ডুয়ার্স অঞ্চলটি অবিভক্ত বাংলার জলপাইগুড়ি জেলার সাথে যুক্ত হয়। দার্জিলিংয়ে সেই সময় নেপালি–লেপচা, ভুটিয়া রাজবংশী তরাই অঞ্চলে বসবাস করত। ১৯০১ সালে ৬১ শতাংশ নেপালি জনগোষ্ঠী ছিল দার্জিলিং–এর বাসিন্দা। নেপালি ভাষা ছিল সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনিক ভাষা। তবে চা বাগান পার্বত্য এলাকায় গোখালি ভাষার প্রচলন ছিল। মন্টেগু–চেমসফোর্ড কমিশনের কাছে ১৯১৭ সালে নেপালি জনগোষ্ঠীর জন্য স্বতন্ত্র প্রশাসনিক অঞ্চল গড়ে তোলার দাবি করা হয়। ১৯৩০ সালে সাইমন কমিশনের কাছে এবং ১৯৪১ সালে তৎকালীন ভারত সচিব প্যাট্রিক লরেন্সের কাছে বাংলাকে বিভক্ত করে দার্জিলিংকে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবি করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৫২ সালে গোর্খা লিগ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছে গোর্খাদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে তোলার দাবি সম্বলিত স্মারক লিপি পেশ করে। ১৯৫৫ সালে ইউ এন ধরের নেতৃত্বে যে ভাষা কমিশন গঠিত হয়েছিল, তার কাছে দার্জিলিং–জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার নিয়ে গোর্খা স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের জন্য দরবার করা হয়েছিল। কিন্তু কোনওভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার গোর্খাদের দাবিকে আমল দেয় নি। অবশ্য গোর্খা লিগের আন্দোলনের সার্থকতা হল যে ১৯৬১ সাল থেকে দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় নেপালি ভাষার প্রশাসনিক স্বীকৃতি।

১৯৭৪ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার জন্য স্বশাসিত পার্বত্য পর্ষদ গড়ে তোলার সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই সুপারিশকে গুরুত্ব না দেওয়ায় ৮০র দশকে সুভাষ ঘিসিং এর নেতৃত্বে গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট জঙ্গি আন্দোলন শুরু হয়। এই হিংসাত্মক আন্দোলনে ১৯৮৫–১৯৮৮ পর্যন্ত ১,২০০ লোক মারা যায়। জিএনএলএফ প্রথমদিকে তিন দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করে। প্রথমত ইন্দো নেপাল চুক্তি বাতিল, দ্বিতীয়ত সংবিধানের অষ্টম তফসিলে নেপালি ভাষার স্বীকৃতি, তৃতীয়ত পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সক্রিয়তায় ১৯৮৭ সালে দীর্ঘ টালবাহানার পর কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার এবং সুভাষ ঘিসিং–এর ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দ্বারা গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের পরিবর্তে স্বশাসিত দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্তে সরকারি সিলমোহর পড়ে। দার্জিলিং–কার্শিয়াং–কালিংপং এই তিন অঞ্চল নিয়ে ২৯৬৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা পার্বত্য পরিষদভুক্ত হয়। সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের বাইরে গিয়ে প্রথম পার্বত্য পরিষদ গড়ে তোলা হয়েছিল। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিংহের স্বাক্ষরিত দার্জিলিং চুক্তি অনুযায়ী ৪২ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য পর্ষদে ২৮ জন নির্বাচিত এবং ১৪ জন মনোনীত হবে সাংসদ, বিধায়ক, তফশিলি জাতি উপজাতি এবং মহিলাদের মধ্য থেকে। ১৯৮৯–৯৪ এই পাঁচ বছর ২৬০ কোটি টাকা পার্বত্য এলাকা উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়। তবে এই পার্বত্য পরিষদের হাতে স্থানীয় শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের কোনও ক্ষমতা ছিল না। পার্বত্য পরিষদ দীর্ঘ ২০ বছর বিদ্যমান থাকাকালীন স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন জল ও অন্যান্য পুর সমস্যার সমাধান হয়নি। ২০০5 সালে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার এবং পার্বত্য পর্ষদের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির দ্বারা পার্বত্য পরিষদকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলে যুক্ত করে এই পার্বত্য পরিষদের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের সুপারিশ করা হয়। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং এই ত্রিপাক্ষিক চুক্তির বিরোধিতা করে বলে যে পার্বত্য পরিষদকে ষষ্ঠ তফশিলে স্বীকৃতি দেওয়া হলে গোর্খাল্যান্ড দাবির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

পার্বত্য পরিষদ গঠনে দার্জিলিং এর উন্নয়ন নিয়ে বিতর্ক এড়িয়ে বলা যেতে পারে পাহাড়ে শান্তি ফিরে এসেছিল। ষষ্ঠ তফশিলে পার্বত্য পরিষদের সংযুক্তিকরণ বিরোধিতা থেকে ২০০৭ সাল থেকে পাহাড়ে নতুন করে অশান্তির সূত্রপাত হয়। জনমুক্তি মোর্চা সরাসরি জঙ্গি আক্রমণাত্মক পথ বেছে নেয়। অতীতে গোর্খা লিগ প্রান্ত পরিষদ জিএনএলএফ গোর্খাদের উপজাতীয় আবেগের রাজনীতি শুরু করেছিল। জনমুক্তি মোর্চা বিমল গুরুং রোশন গিরিরা উত্তেজক বক্তৃতায় শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্স অঞ্চল নিয়ে গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুলে পাহাড় এবং সমতলের জনগণের মধ্যে সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি করে। ২০০৮ সালে জেএমএম সমতলে নকশাল বাড়ি এলাকা দিয়ে এক মিছিল নিয়ে যাবার দাবি করলে স্থানীয় জনগণের সাথে তাদের বচসা হয়। জেএমএম ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ করলে স্থানীয় অরাজনৈতিক সংগঠন আমরা বাঙালি জনজাগরণ মঞ্চ জন চেতনা মঞ্চের সাথে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে। শিলিগুড়ি শহরে নেপালি–বাঙালি সংঘর্ষ বেশ কয়েক জন লোক মারা যায়। আমরা বাঙালি '৪৮ ঘন্টার বনধের ডাক দেয়। এরূপ সংকটজনক পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার জন মুক্তি মোর্চার সাথে দ্বি–পাক্ষিক বৈঠকের আবেদন করে। ২৭শে জুন ২০০৮ মোর্চার প্রতিনিধি অমর লামা–রাজু প্রধান এবং তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মধ্যে বৈঠকে গোর্খা সমস্যার সমাধানের স্বার্থে কেন্দ্র, রাজ্য ও গোর্খাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার কথা বলেন। ত্রিপাক্ষিক বৈঠক দুটি পর্বে অনুষ্ঠিত হলেও কোনও সমস্যার সমাধান হয় নি।

বিমল গুরুং ও তাঁর দল জনমুক্তি মোর্চা তরাই–ডুয়ার্স অঞ্চলকে গোর্খাল্যান্ডের মধ্যে যুক্ত করার যে দাবি করেছিল তার বিরোধিতা করে অখিল ভারত আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। ডুয়ার্সের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ২০০৯ সালে প্রোগ্রেসিভ পিপলস্ পার্টি নামক রাজনৈতিক দল গড়ে তুলে এই সমতল অঞ্চলকে রক্ষার ডাক দেয়। ২০১০ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ডুয়ার্সের কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পিপিপির নেতা কালিন্দি নির্বাচিত হয়। এর ফলে গুরুংরা তরাই–ডুয়ার্স অঞ্চলের দাবি থেকে সরে আসে।

বাম শাসনের অবসান এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর গোর্খা সমস্যার সমাধানের স্বার্থে ২০১১ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যস্থতায় Gorkha Teritorial Adminis–tration রূপায়নের জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সমালোচকের মতে জিটিএ আসলে পুরনো বোতলে নতুন মদ বা চোখের ধাঁধা ছাড়া আর কিছুই নয়। একপ্রকার রাজনৈতিক চাপের কাছে বাধ্য হয় জিটিএ গঠনের দাবিকে মেনে নিতে।

দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ এবং জিটি–এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কিছু নেই। পার্বত্য পরিষদে সুভাষ ঘিসিং–এর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেইসঙ্গে দুর্নীতি স্বজন পোষণের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। জিটিএতে গুরুং–রোশন–গিরিদের ক্ষমতা দুর্নীতি স্বজন পোষণ। ২০১২ সালে দার্জিলিং গিয়েছিল। সার্কিট হাউসে থাকার সময় স্থানীয় গোর্খাদের সঙ্গে কথাবার্তায় উঠে এসেছিল গুরুং–এর প্রতি বিক্ষুব্ধ মনোভাব। 'ছিল তোলাবাজ হল নেতা। তোলাবাজ কি ভালো করতে পারে আমাদের!' আইন প্রনয়ণ কর্মী নিয়োগ এবং উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দফতরের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা ছাড়া নতুন কিছু দেওয়া হয় নি।

জিটিএ–র রূপায়ণের এক বছর বাদে গুরুং বুঝতে পারে তাঁর জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করেছে। গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলন গোর্খা লিগের হাতে চলে যাচ্ছে। স্রেফ পাহাড়ে ক্ষমতার নায়ক হয়ে থাকার জন্য গোর্খাল্যান্ডের হিংসাত্মক আন্দোলনের আগুন জ্বালায়। ২০১৩ সালের মদন তামাংকে প্রকাশ্যে খুন করা হয়। রাজ্য সরকার কঠোর মনোভাব নিয়ে আন্দোলনকারীদের মাহিনা বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিলে আন্দোলনকারীরা পিছু হটে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী লেপচা এবং অন্যান্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর স্বাধিকারের বিষয় বিবেচনার কথা ঘোষণা করলে গুরুংদের জিটি–এর ললিপপে চুপ হয়। এখন তো বিমল গুরুং–এর নতুন বিপদ। জেলে যাবার চার্জশিট। অপ্রিয় হলেও সত্যি। পাহাড়ের মানুষ গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্নে বিভোর। ম্যালের দোকানে হোর্ডিং লেখা আছে রাজ্যটা পশ্চিমবঙ্গ নয়, 'গোর্খাল্যান্ড'।

ভারতে আবিষ্কৃত অনেক তত্ত্ব অন্তরালেই থেকে গিয়েছে

নির্মল গোস্বামী

যে কালাহান্ডিতে দশকের পর দশক ধরে খরা দুর্ভিক্ষ চলছে গুপ্ত যুগে সেখানেই ছিল ভারতের শস্য ভান্ডার। খাদ্য শস্য মজুত থাকত কালাহান্ডিতে। না না পাঠকগণ ভয় পাবেন না। কারণ একথাটা নরেন্দ্র মোদি কিংবা সংঘ পরিবারের কোনও প্রবক্তা বলেননি। কলকাতার এক অনুষ্ঠানে এসে কোনও এক প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে গিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এই কথা বলেছেন। তিনি যখন বলেছেন, নিশ্চয়ই তথ্য নির্ভর ইতিহাসের কথাই বলেছেন। ভয় পাওয়ার কথা এই জন্যই উল্লেখ করলাম যে বর্তমানে বিজেপি বা সংঘ পরিবারের কোনও ব্যক্তি যদি অতীত ভারতের গৌরবময় কোনও অধ্যায়ের অবতারণা করেন, বৈজ্ঞানিক বা বৌদ্ধিক বা আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির উদাহরণ দেন, তাহলে একশ্রেণির রাজনৈতিক ও প্রগতিশীল উদার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আছেন যাঁরা গেল গেল রব তুলে হৈ চৈ বাধিয়ে দেয়। তাঁরা বলেন যে, এটা গৈরিকী করণের রাজনীতি, আগ্রাসী সাংস্কৃতিক ও ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপন্থী। ফলে ভারতের অতীত ঐতিহ্যের কথা বলতে গেলেই ভয় হয় এই বুঝি বিজেপি বা আরএসএস বলে দাগিয়ে দেয়। যাই হোক চোখ বুজিয়ে যেমন বিপদ এড়ানো যায় না, তেমনি গায়ের জোর বা সংখ্যা গরিষ্ঠের দোহাই দিয়ে সত্যকে মুছে দেওয়া যায় না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহাভারতে বর্ণিত কৌরবদের জন্ম বৃত্তান্তে টেস্ট টিউব বেবির প্রযুক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে এই কথা বলতেই হৈ হৈ আওয়াজ ওঠে। গণেশের ধড়ে হাতির মাথা বিউটি সার্জারির নিদর্শন বা বৈদিক যুগে বিমান প্রযুক্তি ছিল এই সত্য প্রচার করলেই মৌলবাদী চিন্তাবিদ বলে আখ্যায়িত হতে হচ্ছে।

প্রাচীন ভারত বর্ষের বৈদিক এবং মহাকাব্যিক যুগের তথ্যচিত্র যতটুকু পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করেই কিন্তু তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা, জ্ঞান–বিজ্ঞানের চর্চার প্রতিচ্ছবি আমরা পেয়ে থাকি। রামায়ণ, মহাভারতকে এক শ্রেণির মানুষ ঐতিহাসিক কাব্য বলে মনে করেন আর এক শ্রেণির মানুষ কল্প বিজ্ঞান বলে উড়িয়ে দেয় যারা ঐতিহাসিক মহাকাব্য বলে মনে করেন তাদের কাছে এর গুরুত্ব আছে। এখানে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায় তা অনেকাংশে ঐতিহাসিক সত্য। পুষ্পক রথ, ব্রহ্মাস্ত্র এসবের যে অস্তিত্ব ছিল তা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। বিশেষ করে আধুনিক কালে বিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কার হবার পর মহাকাব্যে বর্ণিত পুষ্পক রথ ও বিভিন্ন বাণের যে ক্ষমতা আছে তা যে একেবারে অলীক নয় তা বলা যায়। আর এক শ্রেণির মানুষ মনে করেন যে মহাকাব্য সবই কষ্ট কল্পিত কল্প বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়। জুলে ভার্নের কল্প বিজ্ঞানের অনেক ধারণা যেমন বাস্তবে রূপ পেয়েছে এ ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। যদি বৈদিক ভরতে ওই সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়ে থাকে তাহলে তা লুপ্ত হল কেন? তার থিওরির অস্তিত্ব অবলুপ্ত হল কেন? ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কারের ফলেই না আমরা ওই সবের বাস্তব অস্তিত্ব টের পাচ্ছি।

যুক্তি তাদের যে ভুল সে কথা বলা যায় না। কিন্তু এখানে একটা কিন্তু থেকে যায়। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে দীর্ঘ হাজার বছরের অধীর বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ধর্ম–সাংস্কৃতির অধীনতায় কাটাতে হয়েছে। এই সুদীর্ঘকালের অধীনতায় বাস করে একটা জাতির অতীত গৌরব শিক্ষা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা খুবই দুরূহ কাজ। তাই পাঁচ হাজার বছরের আর্য সভ্যতার কতটুকু অবশেষ আমরা রক্ষা করতে পেরেছি যে ইতিহাসে না গিয়ে আধুনিক কালের কিছু উদাহরণ আমাদের হাতের কাছে আছে।

পঞ্চদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দিতে গড়ে ওঠা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই যদি ধরি তবে আমরা দেখি পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইউনিভার্সিটি। যেখানে দশ হাজার ছাত্র ও দুহাজার অধ্যাপক আবাসিক ভাবে থেকে জ্ঞান চর্চা করতেন। সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত বিনা শুল্কে। এই রকম একটা বিশ্ব বিস্ময় প্রতিষ্ঠান যা আজ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসাবে খ্যাত তার প্রমাণ পেয়েছি মাত্র ৬৫–৭০ বছর আগে। যদি নালন্দার ধ্বংসাবশেষ না পাওয়া যেত তাহলে নিন্দুকেরা বাস্তববাদীরা নিশ্চয়ই বলতেন যে চীনা পর্যটক হিউ এন সাঙের রচনা কল্পিত মাত্র।

দ্বাদশ শতাব্দিতে বক্তিয়ার খিলজী নালন্দা ধ্বংস করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ফলে বিশাল জ্ঞান ভান্ডার সহস্র সহস্র পুঁথি, ছাত্র ও অধ্যাপকদের গবেষণা পত্র আগুনে ভস্মীভূত হয়। তিন বছর ধরে সেই আগুন এনেছিল। আশে পাশের গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকে। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্মের বিস্তৃতির অতলে তলিয়ে যায় এতো বড় কীর্তির উদাহরণ। কত বিজ্ঞান, সাহিত্যে, কাব্য, বাস্তুশাস্ত্র, স্থাপত্য বিদ্যা, ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে অতীতে আহৃত জ্ঞান থেকে ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অনেকটাই।

আবার ওই দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য একজন শ্রেষ্ঠ গাণিতিক জন্ম গ্রহণ করেন পশ্চিমঘাট পর্বতের নিকট 'বিজুড়ি বিড় গ্রামে। তিনি সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কারের বহু বৎসর পূর্বে ধনু নিঃসৃত বাণ উর্দ্ধমুখে নিক্ষিপ্ত হলেও অধোমুখে ভূপতিত হয় কেন তার বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব ও জড় পদার্থের আপীড়ন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

''আকৃষ্টি শক্তি যৎ মহীতয়া যৎ স্বস্থং গুরুং ঋভিমুং স্বশক্ত্যা।

আকৃষ্টতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমাপ্তাৎ ক্ক পতত্বিয়ং খে।।''

এই শ্লোকের অর্থ হল আকর্ষণ শক্তি সম্পন্ন পৃথিবী যখন আকাশস্থ গুরুবস্তু নিজের দিকে আকর্ষণ করে তখন মনে হয় যেন ওই সকল বস্তু পড়ছে, বাস্তবিক পক্ষে তারা স্বেচ্ছায় পড়ছেনা। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির জোরেই পৃথিবীতে আসছে। সকল দিকে সমান আকর্ষণে আবদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এমন অবস্থায় পৃথিবী আকাশের কোথায় গিয়ে পড়বে? তার মানে এই যে পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকে এবং সেই আকর্ষণ শক্তির বলেই কেউ কক্ষচ্যুত হয় না। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব ছাড়াও ভাস্করাচার্য পৃথিবীর পরিধি ৪৯৬৭ যোজন এবং ব্যাস ১৫৮১ ১/২৪ যোজন নির্দেশ করেছেন। ৫.১ মাইলে মাগধীয় যোজন হয়। পরিধি ও ব্যাসের আনুপাতিক সম্বন্ধে নির্ধারণ করেছেন ৪৯৬৭÷ ১৫৮১ ৩/২৪ বা ১১৯২০৮/ ৩৭৯৪৫ অর্থাৎ ৩.১৪১৫৯ আধুনিক গণিতবিদগণ একেই π (পাই) বলে অভিহিত করেছেন যার মান ২২/৭। (সূত্র তপভূমি নর্মদা, শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষাল শাস্ত্রী)।

ভাস্করাচার্যের আবিষ্কার কিন্তু বিজ্ঞানের জগতে মান্যতা পায় নি। কিন্তু আমাদের সংস্কৃত ভাষায় ছন্দে এই সব ভূবিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে ছিল। একে তো অস্বীকার করা যায় না। অতি আধুনিক কালের দিকে যদি তাকাই আমরা দেখতে পাবো। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু ইথার তরঙ্গে শব্দ ভেসে বেড়ায় এবং তাকে ধরার যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করে ছিলেন। কিন্তু পরাধীন জাতির একজন বিজ্ঞানী বলে তার তত্ত্ব প্রচারিত হল না। রেডিও'র আবিষ্কর্তা হিসাবে মার্কনির নাম প্রচারিত হল। কেন জগদীশ বসুর গবেষণা মান্যতা পেল না সে বেদনাদায়ক অধ্যায় নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে লাভ নেই। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক সেটা সম্ভব হল না। কিন্তু মার্কনির আগেই তিনি রেডিওর টেকনোলজির আবিস্কার করে ছিলেন আরও আধুনিক কালে যদি আমরা চলে আসি তবে দেখব টেস্ট টিউব বেবির প্রকৃত আবিস্কারক হল কলকাতার একজন বাঙালি ডাক্তার সম্ভবত নাম ডাঃ সুভাষ পাল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক ডাঃ পাল পেটেন্ট পান নি। টেস্ট টিউব বেবির গবেষণার কৃতিত্ব পেল লন্ডন শহর ও এক সাহেব ডাক্তার। কার ভুল, কি ষড়যন্ত্র এসব তর্কে না গিয়ে বলা যায় দুর্ভাগ্য ডাঃ পালের। কিন্তু তাই বলে তো সত্যটাকে অস্বীকার করা যাবে না যে লন্ডনের নয় কলকাতাতেই নল–জাতকের সফল গবেষণা হয় প্রথম। এখন থেকে ৫০০ বছর পরে যদি কেউ বলে যে নলজাতক গবেষণায় এক ভারতীয় প্রথম সফল হয়েছিলেন।

তখনকার প্রজন্মের মানুষ সেই কথা শুনে হয়তো বলবে এটা পাগলের প্রলাপ। সবাই জানে লন্ডনের এক ডাক্তার এই গবেষণা সফল হয়েছিলেন। ইতিহাস তার সাক্ষী। তখন হয়তো বা কেউ বলবে এটাই হচ্ছে উগ্র হিন্দুত্বের প্রচার। ঠিক আজকে যেমন ভাবে প্রচার হচ্ছে। ভারতবর্ষের বৈদিক যুগও তৎপরবর্তী মহাকাব্যিক যুগের জ্ঞান–বিজ্ঞান যে পর্যায়ে বিকাশ হয়েছিল তার একটা চিত্র পাওয়া যায় মাত্র কিন্তু কোনও নথি সংরক্ষিত নেই। কারণ তা ছিল ইতিহাসচর্চারও বহু আগের যুগ। পাঁচ হাজার বা তারও আগের সভ্যতার নিদর্শন বিলীন হয়েছে কালের গর্ভে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আর বৈদেশিক মূঢ় বর্বরদের আক্রমণে। যেহেতু বেদ স্মৃতিতে ধরে রাখা হত তাই তা শিষ্য পরম্পরায় লেখ্যযুগের আগে পর্যন্ত বেঁচে ছিল। যদি পুস্তকাকারে থাকত তাহলে তা হয়তো সর্বাংশে ধ্বংস হয়ে যেত। আজ যতটুকু জানতে পারছি তাও পারতাম না।

উচ্চ মাধ্যমিক

লড়াই করেই শিক্ষক হতে চায় প্রতিবন্ধীর ছেলে প্রসেনজিত

মলয় সুর, বলাগড়

অভাবের সঙ্গে নিত্যদিনের লড়াই, আর্থিক অনটনে জেরবার গোটা পরিবার। মা রেখা বর্মন,

নিজে কখনও দিনমজুর, আবার কখনও লোকের বাড়িতে কাজ করে সামান্য আয় করেন। তা দিয়েই চার সদস্যের দৈনন্দিন খরচ কোনও ক্রমে দিন গুজরান। এমনই এক নিতান্তই সাধারণ পরিবারের ছেলে প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কলা বিভাগে ৪১১ নম্বর পেয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। হুগলির বলাগড়ের বিগড়া গ্রামের দাস পাড়ার প্রসেনজিত বর্মন। ভবিষ্যতে ইচ্ছা ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করে শিক্ষকতা করে বাবা–মায়ের কষ্ট ঘোচাবার। সে এবার নাটাগড় উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। এই স্কুল থেকে তার ভাই বিশ্বজিৎ বর্মনও এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। সে দ্বিতীয় ডিভিশনে পাশ করেছে। তাই ভাইকে উচ্চমাধ্যমিকে ভরতি করতে চায় সে। প্রসেনজিত সাফ জানায়, আমার কলেজে ভর্তি ও পড়াশোনার খরচ চালানোর মতো আমাদের সামর্থ নেই। তাই কীভাবে পড়াশুনার খরচ জোগাড় হবে সে চিন্তায় দিন কাটছে মা ও ছেলের। তার বাবা প্রতিবন্ধী নোয়ারাম দাস বর্মন। বাবার বাঁ পায়ের শিরায় টান রয়েছে। তাই ভালো করে পা ফেলতে পারেন না। লাঠি ধরে কোনও রকমে হাঁটাচলা করেন। প্রতিবন্ধীর শংসাপত্র থাকলেও সরকারি ভাতার সুবিধা পান না। প্রসেনজিৎ মাধ্যমিকে ৪৮৬ নম্বর পেয়ে পাশ করেছিল কিন্তু বইপত্রও খুব একটা কিনতে পারেন নি। ওর পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে স্কুলের শিক্ষকদের সাহায্যে ও চেয়েচিন্তে বইপত্র জোগাড় করেই পড়তে হয়েছে তাকে। তাদের ইঁটের দেওয়াল ও টালির ছাউনি দেওয়া এক চিলতে ঘর জুড়ে অভাব। প্রসেনজিৎ ৮১ শতাংশ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সে বাংলায় ৮০, ইংরাজিতে ৮০, সংস্কৃতে ৮৫, দর্শনে ৮৮, ইতিহাসে ৭৮ ও ভূগোলে ৬৮ নম্বর পেয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই উল্লেখযোগ্য সংবাদটি প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় থেকে সংবাদ মাধ্যমের কাছে সঠিক ভাবে পরিবেশন করার একমাত্র দাবিদার বিশ্বজিৎ নাগ। তাঁর এই ধরনের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে। এই অভাবের সংসার চালাতে ছেলেও মাঝে মধ্যে দিনমজুরির কাজ করে পড়াশোনা করেছে। তার মা জানালেন, ছেলের স্বপ্নকে পূরণ করতে যদি কোনও সহৃদয় মানুষরা সাহয্য করেন তাহলে ভালো হয়।

রাজ্যের মধ্যে দশম সুভদ্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : এবারে রাজ্যে মেধা তালিকায় সম্ভাব্য দশম চুঁচুড়া বালিকা বাণী মন্দিরের ছাত্রী সুভদ্রা চক্রবর্তী। সে উচ্চমাধ্যমিকে ৪৮১নম্বর পেয়ে দশম স্থানে রয়েছে। সুভদ্রার বাবা

কালীদাস চক্রবর্তী চুঁচুড়া হেড পোস্ট অফিসে চাকরি করেন। সে বাংলায় ৯৬, ইংরেজিতে ৯৭, দর্শনে ৯৮, ইতিহাসে ৯৪, ভূগোলে ৮৭ (চতুর্থ বিষয়ে), কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ৯৬। সে ৬টি বিষয়ে লেটার পায়। টেস্টে তাঁর নম্বর ছিল ৪৭৩। তাঁর প্রতিটি বিষয়ে গৃহশিক্ষক ছিল। তাঁর বাধাধরা পড়ার কোনও নিয়ম ছিল না। তবে টেস্টের পর ১০ ঘন্টা সময় সে পড়েছে। তাঁর মা মনুয়া চক্রবর্তী বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও সব কটি বিষয়ে লেটার নিয়ে ৬৪৫ নম্বর পেয়েছিল। মাধ্যমিকে দশের মধ্যে না থাকতে পেরে একটা আক্ষেপ মনের মধ্যে ছিল। সেই মনের আশা এবার মিটল। সে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ভালো কলেজে পড়তে চায়। ভবিষ্যতে কলেজের অধ্যাপিকা হতে ইচ্ছুক। পাঠ্যবই ভাল করে খুঁটিয়ে পড়ার সঙ্গে একাধিক রেফারেন্স বই ফলো করতাম। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। সুভদ্রা অবসর সময়ে বই পড়ত। তাঁর প্রিয় গল্পের বই রহস্যেভরা গোয়েন্দা কাহিনী ফেলুদা, শার্লক হোমস। এছাড়া ও পছন্দ করে রবীন্দ্রসংঙ্গীত ও আধুনিক গান। সে আগামী বছর যারা উচ্চ মাধ্যমিক দেবে তাদের জন্য বলেন, ''রায় মার্টিন এর কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক এবং এবিটিএ টেস্ট পেপার তাছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল টিচার অ্যাসোসিয়েশনের টেস্ট পেপার ভালো ভাবে দেখা। তাই তাদের ঘরে এখন প্রাণ খুলে খুশির বাতাবরণ চলছে।

সবজান্তা খবরওয়ালার সাপ্তাহিকি

৭–এর ছটায়

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ ৭–এর ছটায়। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

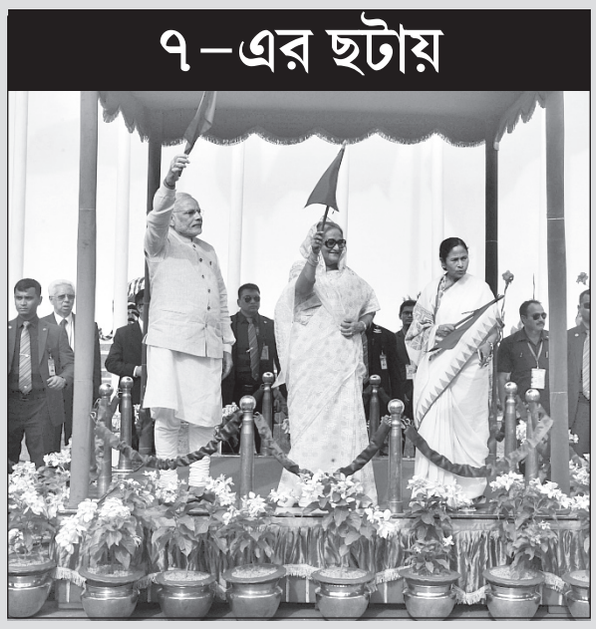

এবার আমাদের সপ্তাহটা শুরু হল দুই বাংলার এক মিলনঘন মুহূর্তের রঙ ছড়িয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ গেলেন স্থল সীমান্ত চুক্তি কার্যকর করতে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আতিথেয়তা ও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কথা ও সফর আবেগের রঙ ছড়ালো দেশবাসী বিশেষ করে বাঙালি প্রাণে। এই রঙ আরও গাঢ় হল ওপারের তিস্তা আর এপারের ইলিশের আশায়। সকলেই তাকিয়ে মমতাদেবীর দিকে। তিনি কি ভাবছেন ভবিষ্যতই বলবে। তবে ছিটমহলের বাসিন্দাদের শুকনো মুখের হাসি ছড়িয়ে দিল আনন্দের রেশ।

পরের দিন রাজ্যে আগমন কংগ্রেসের

সর্বভারতীয় সহ সভাপতি রাহুল গান্ধির। এলেন, ঘুরলেন, বললেন। কিন্তু সেভাবে ছাপ ফেলতে পারলেন কি? রাহুলের ধরি মাছ, না ছুঁই পানি বক্তব্য। কংগ্রেসের নানা নেতার মধ্যে অন্তর্কলহ যেন এই সফরকে কেমন জোলো করে দিয়ে গেল। তেমন কোনও রঙ ছড়াতে পারলেন না সহসভাপতি। এর আগে অবশ্য কংগ্রেসের দুই নেতা দিল্লি থেকে কলকাতায় এসে প্রেস কনফারেন্সে বড় বড় কথা বলেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস যেমন কেমন ভেজা মুড়ির মতো মিইয়ে আছে। ফের মচমচে করবে কে? সেই প্রশ্নই এখন আকাশে বাতাসে। এর মধ্যে অন্য এক খবরের রঙ ছড়ালো গুরুং–এর দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। মদন তামাং হত্যা মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হতেই বিমল, রোশন, হরকাদের অবস্থা দিশাহারা। কি করবেন, আন্দোলন না আইনি লড়াই। এমন প্রায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আদৌ বাঁচবেন তো?

পরের সকালের চা–টা কেমন বিস্বাদ হয়ে গেল জুট মিলের খবরে। একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল

নর্থব্রুক, ইন্ডিয়া এবং হেস্টিংস। কাজ হারালেন ১২ হাজার শ্রমিক। ফের বাংলার গর্ব পাটের পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে অনিশ্চয়তা। সত্যিই কি প্লাস্টিক শেষ করে দেবে স্বর্ণতন্তু পাটকে? রাজনৈতিক পট বদলায়, বদলায় না পাট কথা। এখন সকলে অসহায় হয়ে তাকিয়ে রাজ্যের শ্রম দফতরের দিকে। এই বেরঙকে আরও পানসা করে দিয়ে গেল কামদুনি। সেই দিনই দু বছর পূর্ণ হল কামদুনির ন্যাক্কারজনক ঘটনার। দুঃখ আছে, এখনও প্রতিকার নেই। এ রাজ্যের সর্বশক্তিমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাসেও কোনও কাজ হয়নি। আর এক মন্ত্রী অবশ্য লজ্জার সঙ্গে বিধানসভায় সেকথা স্বীকার করেছেন।

পরের দিনটা পৌঁছে দিল গ্রাম শহরে জল সঙ্কটের ছবিটায়। কলকাতা–বিধাননগর পুরসভাকে তো অসহায়ের মতো লাগছে। মেয়ররা আমতা আমতা করছেন। পুরকর্তাদের ঠান্ডাঘর আর গাড়ি চড়ায় ব্যাঘাত না ঘটলেও তৃষ্ণায় বুক ফাটছে পুরবাসীর। এদিন আরও একটু রঙ ছড়িয়ে দিলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। অনেকদিন পর ফিরে এল সারদা প্রসঙ্গ। মিঠুনবাবু নাকি বিতর্ক এড়াতে সারদার সব টাকা ফিরিয়ে দিতে চান।

বুধবার ফের ফেরে বুক ভরা কান্না। লাদাখে তুষার ঝড়ে জীবনদীপ নিভে গেল মা ও সন্তানের। মারা গেলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান রাজশ্রী বসু ও তার পুত্র খড়্গপুর আইআইটির পদার্থবিদ্যার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সৌম্যদীপ বসু। আহত হলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন স্বামী সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বিজ্ঞানী পদ্মনাভ বসু। সেই দিনই খবরের প্যালেটে কালো রঙ ছড়িয়ে খবরে এলেন দিল্লির কেজরিওয়াল মন্ত্রিসভার মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ তোমর। নিজের ডিগ্রি জাল করার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন তিনি। রাতে ইস্তফাও

দিয়েছেন তোমর।

পরের দিনটা আতঙ্কের রঙ রঙ ছড়ালো। গোয়েন্দারা রিপোর্ট দিলেন মাওবাদীরা ফের সক্রিয়। সতর্কতা জারি হল সীমান্তে। এ রাজ্যেও জঙ্গলমহলে কি ফের কালো দিনগুলো ফিরে আসবে? এরই মধ্যে মায়ানমারে কমান্ডোদের সফল অপারেশন কিছুটা স্বস্তি দিল।

সপ্তাহটা শেষ হল একেবারে ভৌতিক পরিবেশে। কলকাতার রবিনসন স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা পার্থ দে দিদি দেবযানী ও দুই পোষ্যের কঙ্কালের মধ্যে প্ল্যানচেটের সরঞ্জাম ও ভৌতিক শব্দের আবহে কাটাচ্ছিলেন তাঁর জীবন। অনেকে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

চিটফান্ড কর্তার বিরুদ্ধে রোষানল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : দুটি চিটফান্ডের প্রতারিত আমানতকারি ও এজেন্টদের দফায় দফায় বিক্ষোভ–অবরোধে উত্তেজনা ছড়ালো ডায়মন্ড হারবারে। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রায় তিন'শ আমানতকারি ও এজেন্ট লেনিন নগর থেকে মিছিল করে ১৩ নম্বর ওয়ার্ড হাজি বিল্ডিং পাড়ায় সংস্থার কর্তা সাইফুদ্দিন হালদারের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। আগাম খবর পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় সাইফুদ্দিন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। এরপর উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা ডায়মন্ডহারবার থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। দোষী কর্তাদের গ্রেফতারের দাবিতে থানার আইসি বিশ্বজিৎ পাত্রের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার পর বিক্ষোভকারীরা ডায়মন্ডহারবার স্টেশন মোড়ে আধ ঘন্টা ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে সংস্থার কর্তাদের কুশপুতুল দাহ করে। পরে পুলিশের কাছ থেকে দোষী কর্তাদের গ্রেফতারের আশ্বাস পেলে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা। অভিযোগ, ইউনাইটেড মেডিসিন অ্যান্ড সার্জিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও ইউনাইটেড কসমেটিকস ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডিয়া লিমিটেড নামে দুটি সংস্থা খুলে চড়া সুদের লোভ দেখিয়ে রাজ্য সহ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাজুড়ে কয়েক'শ কোটি টাকা তোলে।

সারদাকান্ড প্রকাশ্যে আসার পর দুটি সংস্থা বন্ধ করে গা ঢাকা দেয় কর্মকর্তারা। বিক্ষোভকারীদের পক্ষে স্বপন মন্ডল বলেন, 'বারে বারে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পরও সাইফুদ্দিন প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকি এজেন্ট ও আমানতকারিদের প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। পুলিশ অবিলম্বে সাইফুদ্দিন সহ দুই সংস্থার কর্মকর্তাদের দ্রুত গ্রেফতার করুক।' এদিন বিক্ষোভকারীদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন আব্দুল মালেক শেখ, কালিদাস হালদার, নন্দিতা খামারু, জগদীশ হালদার।

সাপের কামড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : লাভপুরে শনিবার সাপের কামড়ে মৃত্যু হল সুকান্ত দাস নামের বছর ৩৫–এর এক ব্যক্তির। বাড়ি লাভপুর থানার বিষয়পুর গ্রামে। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সুলেখা দাস জানান, ভোর বেলায় গোয়াল থেকে গরু বের করার সময় গোয়ালঘরের ছিটকিনি খুলতে যাওয়ার সময় গোয়ালঘরের খড়ের চালার মধ্যে থাকা সাপ কামড়ে দেয় সুকান্তবাবুকে। সঙ্গে সঙ্গে সুকান্তবাবুকে সাঁইথিয়া গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় হাসপাতালে নিয়ে আসার কিছুক্ষণ পরেই মারা যান সুকান্ত দাস। তবে কোন সাপের কামড়ে সুকান্তবাবুর মৃত্যু হয়েছে সেটা বলতে পারেননি পরিবারের কেউ।

৫ কেজি গাজা সহ গ্রেফতার–১

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : বৃহস্পতিবার রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৫ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার করে ১ ব্যক্তিকে। ধৃত ব্যক্তি ক্যানিং থানার ডাবু এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মিলন মণ্ডল বেশ কিছু দিন ধরে সমাজ বিরোধী কাজকর্ম করছিল। গোপনভাবে সে গাঁজা বিক্রি করছিল। এ দিন রাতে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিয়ে গাঁজা সহ হাতে নাতে ধরে ফেলে সমাজ বিরোধী মিলন মণ্ডলকে। পুলিশ জানান ৫ কেজি গাঁজা সহ এক সমাজ বিরোধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত মিলন মণ্ডল জেরায় স্বীকার করেছে বেশ কয়েকটি খুনের ঘটনায় এবং ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনায় জড়িত ছিল। ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ শুক্রবার দুপুরে ধৃত মিলন মণ্ডলকে আলিপুর আদালতে তুললে বিচারক মিলন মণ্ডলকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

গৃহবধূ খুনে গ্রেফতার স্বামী–শাশুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শুক্রবার এক গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করে দু'জনকে। ধৃত স্বামীর নাম সুরজিৎ মণ্ডল, শ্বাশুড়ি সারথী মণ্ডল। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার বাহির বেনা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাহির বেনা গ্রামের বাসিন্দা গৃহবধূ টুম্পা মণ্ডলের (৩০) সঙ্গে তার স্বামী সুরজিৎ মণ্ডলের সঙ্গে পারিবারিক বিবাদ চলছিল বেশ কয়েকমাস ধরে। গত ৪ জুন রাতে গৃহবধূ টুম্পা মণ্ডল বিষ খেলে বাড়িতে চিৎকার শুরু হয়। চিৎকার শুনে স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন ছুটে আসে। গৃহবধূকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এ বিষয়ে মৃত গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা থানায় অভিযোগ করে বলেন, তাদের মেয়েকে চক্রান্ত করে মেরে ফেলা হয়েছে। এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানান এক গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেহটি ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে হাসপাতালের মর্গে। এদিকে গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গৃহবধূ ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শুক্রবার রাতে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করে এক ব্যক্তিকে। ধৃত ব্যক্তির নাম সফিকুল রহমান মণ্ডল। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার দাঁড়িয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দাঁড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা এক গৃহবধূ এদিন বাজারে আসে। প্রতিবেশি সফিকুল রহমান মণ্ডল গৃহবধূকে ডেকে নিয়ে যায়। একটি বাড়িতে গৃহবধূকে মাদক খাইয়ে জোর করে ধর্ষণ করে সফিকুল এবং মোবাইলে ভিডিও করে। সেই ভিডিও ছবি ছড়িয়ে দেয় সফিকুল। গত ৩১মে এই ঘটনা ঘটায় সফিকুল। গত ৫ মে গৃহবধূ এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে তৎপরতার সঙ্গে হানা দিয়ে রাতে গ্রেফতার করে সফিকুলকে। পুলিশ জানান এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গৃহবধূকে মেডিকেল টেস্ট করতে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। শনিবার দুপুরে ধৃত সফিকুল রহমান মণ্ডলকে পুলিশ আলিপুর আদালতে তুললে বিচারক ধৃতকে ২ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

ট্রেনে আত্মহত্যা বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাঁইথিয়া : পারিবারিক অশান্তির কারণে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন চিন্তামনি মন্ডল (৭৫) নামের এক বৃদ্ধা মহিলা। সাঁইথিয়া থানার ফুলুর পঞ্চায়েতের নেতুর গ্রামে বাড়ি। রেল পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় শুক্রবার রাত্রে বৃদ্ধার ছেলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সে জন্য রাগ করে রাত্রে গ্রামেরই অন্য একজনের বাড়িতে শুয়েছিলেন চিন্তামনি মন্ডল। ভোরের আলো ফোটার আগে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ওই বৃদ্ধা। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে এসে বিশ্বভারতী ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন। এই ঘটনায় ওই বৃদ্ধার মাথার বেশ কিছুটা অংশ ফেটে যায় ও ডান হাতটি শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। জি আর পি পুলিশের কর্মীরা দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বেহালা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
অষ্টমতল, নব কোষাগার ভবন, আলিপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কোলকাতা–২৭

স্মারক নং :–১১৮/আই.সি.ডি/বেহালা তাং :–৪/৬/২০১৫

বিজ্ঞপ্তি

বেহালা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের ১০৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য প্রকল্পস্তরে শিশু খাদ্য মজুতকরণ এবং প্রকল্পের মজুতঘর থেকে ১০৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশু খাদ্য ও কেন্দ্র সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদী পরিবহণের জন্য স্থানীয় উৎসাহিত ব্যক্তি বা ঠিকাদারদের নিকট থেকে সীলকৃত দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, বেহালা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের করণে, ১৫/৬/১৫ থেকে ২৫/৬/১৫ মধ্যে যে কোন কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৪টা মধ্যে।

তারিখ :–১১/৬/১৫
স্থান : আলিপুর
কলকাতা– ২৭

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
বেহালা সুসংহত শিশু
বিকাশ সেবা প্রকল্প
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

৬৪১(২)/ জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১১.০৬.১৫

কৃষক নেতা প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথর প্রতিমা : সুন্দরবনের কৃষক আন্দোলনের নেতা সিপিএম–এর দক্ষিণ ২৪ পরগনা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য মনোরঞ্জন ভূইঞার জীবনাবসান হল। শুক্রবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অবিবাহিত মনোরঞ্জনবাবু। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে মনোরঞ্জনবাবু সিপিএম–এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পাথর প্রতিমা ব্লকের মাধবপুরে তার বাড়ি। এলাকার কৃষক ও খেত মজুর নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার পিছনে তার অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। দীর্ঘ ৭ বছর ধরে তিনি পাথর প্রতিমা দ্বীপাঞ্চলের সিপিএম–এর জোনাল সম্পাদক ছিলেন।

মাত্র ৬ দিন আগে দলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। এলাকায় পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃত সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি কৃষক ও খেত মজুর আন্দোলনের কর্মী ও সমর্থক ও দ্বীপাঞ্চলের মানুষ পাথরপ্রতিমা হাসপাতালে এসে উপস্থিত হন। উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুজন চক্রবর্তী, প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, রাম দাস, প্রাক্তন বিধায়ক যজ্ঞেশ্বর দাস প্রমুখ। বিশাল মিছিল করে শুক্রবার বিকেলে তার মরদেহ স্থানীয় শ্মশানে দাহ করা হয়। বামফ্রন্ট ক্ষমতার বাইরে যাওয়ার পর জেলায় যারা লাল ঝান্ডা তুলে ধরেছিল অকুতোভয় ভাবে তাদের অন্যতম ছিলেন মনোরঞ্জন ভূইঞা।

ধিতাড়ায় সিতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৬ জুন হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বরে অবস্থিত ইয়ং স্টার ক্লাবের বারোয়ারি পুজো উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক এবং বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এখানে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের বিনা মূল্যে বই, খাতা, পেন, ব্যাগ এবং ছাতা বিতরণ করা হবে। এই অনুষ্ঠান আলোকজ্জ্বল করে তুলতে উপস্থিত থাকতে চলেছেন হুগলির সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ, ভাটপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং, আদ্যাপীঠের মহারাজ মুরাল ভাই, বিশিষ্ট আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, নবীন জাদুকর প্রিয়ম গুহ, সাংবাদিক মলয় সূর প্রমুখ। উল্লেখ্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাতাবরণে এলাকার বাসিন্দাদের এক গেট–টুগেদার হতে চলেছে এখানে।

Tender Notice

No. 2877 DATED, 05–06–2015

Supply of Computer & other accessories
The last date of submission of tender is
22–06–2015 at **3.00** p.m.

The date of opening of tender is
22–06–2015 at **4.00** p.m.

For details please see the office notice board or visit www.s24pgs.gov.in

Sd/–
Additional District Magistrate &
District Land & Land Reforms Officer
South 24–Parganas

৬৩২(২)/ জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/০৯.০৬.১৫

জাতীয় গবেষণাগারে মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য

ম্যাগির দোসর মশলাপাতি থেকে কাজল–কুমকুমও

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক ম্যাগিতে রক্ষে নেই, দোসর আবার রোজের খাবারের মশলাপাতি থেকে মহিলাদের সাজসজ্জার বাহারি উপকরণও। যে সে জায়গা থেকে নয়, খোদ ভারত সরকারের 'ন্যাশনাল রেফেরাল সেন্টার ফর লেড প্রজেক্টস ইন ইন্ডিয়া' বা এন আর সি এল পি আই –এর দ্বারা গবেষণা উপলব্ধ খবর এটি। সম্প্রতি এই জাতীয় সংস্থার পক্ষ থেকে বেঙ্গালুরুর সেন্ট জন্স মেডিক্যাল কলেজে অনুমোদিত এবং অ–অনুমোদিত বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর গবেষণা চালায় তারা। তাতে বেরিয়ে এসেছে যেসব তথ্য, তা চোখ টাটিয়ে দিতে পারে আবাল–বৃদ্ধ–বণিতাকে। সংস্থার পক্ষ থেকে এক পরীক্ষক তথা পর্যবেক্ষক বিনয় কুমার সম্প্রতি যে নিরীক্ষণ চালিয়েছেন তাতে দেখা গিয়েছে ম্যাগি তো কোন ছার, আমরা প্রতিনিয়ত খাবারের মধ্যে হলুদ থেকে বিভিন্ন মশলাপাতি, আনাজ

বা মহিলারা তাদের সাজের উপকরণ হিসেবে যে নেলপলিশ, লিপস্টিক, কুমকুম, কাজল, সিঁদুর ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন তাতেও যে ক্ষতিকর লেড পদার্থের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে যা ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। এন আর সি এল পি আই–এর তরফে সংস্থার ডিরেক্টর থুপ্পিল ভেঙ্কটেশ এই নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। বস্তুত থুপ্পিল সাহেবের এই সাংবাদিক সম্মেলন বিমূঢ় করে দিয়েছিল বহু পোড় খাওয়া সাংবাদিককেও। কারণ যেসব খাদ্য বা সাজ সজ্জার দ্রব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রতিনিয়ত আমার আপনার ঘরে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে বিপদ একেবারে দরজায় কড়া নাড়ছে।

ভেঙ্কটেশের কথা থেকে আরও জানা গেল আমাদের বাড়িতে যে রং করা হয়, ইনভার্টার ব্যবহৃত হয় বাচ্চারা যে সব খেলনা নিয়ে মেতে থাকে তাতেও নাকি দূষণের মাত্রা প্রবল। ফলে কোনও বয়সের মানুষেরই নিস্তার নেই এই সর্বনাশা পরিণতি থেকে। নেসলে কোম্পানির পরিচিত দ্রব্য ম্যাগি আমাদের দেশে বাচ্চাদের তো বটেই যুবা এবং বৃদ্ধদেরও নিয়মিত খাবার হয়ে উঠেছিল। এমনকী সেনা ছাউনিতেও ম্যাগির প্রবেশ ছিল অবাধ। দু'মিনিটে তৈরি এই খাবার এতোই লোভনীয় যে, বাচ্চা–বুড়ো সকলেই এর স্বাদ–আস্বাদনে ব্যস্ত থাকত। এখন সেই ম্যাগি আর পাতে দেওয়া যাচ্ছে না। আগামী দিনে হয়তো আমাদের রোজকার পদ হিসেবে যেসব খাবার চালু আছে তা থেকেও অনেক নাম বাদ যাবে। মেয়েরাও তাদের সাজসজ্জা নিয়ে সতর্ক হবেন, বাচ্চাদের যা–তা খেলনা ব্যবহার করতে দেবেন না। বিপদ শুধু রাস্তার অনামি দ্রব্যেই নয় নামি কোম্পানিও রয়েছে নজরে।

গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে রক্তাল্পতা রুখতে ব্যবস্থা গ্রহণ

গর্ভবতী এবং স্তন্যপ্রদায়ী মেয়েদের পুষ্টিগত রক্তাল্পতা নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কলকাতায় বসে বা আধুনিক শহরের পরিকাঠামোয় বেড়ে ওঠা স্বচ্ছল মানুষের পক্ষে এই এ বিষয়ে উপলব্ধি কষ্টসাধ্য। কিন্তু গ্রাম–গঞ্জ এমনকি শহরের বস্তি অঞ্চল গুলিতে আজও থাবা বসায় গর্ভকালীন পুষ্টি সমস্যা। এ রাজ্যে এখনও প্রতি একমাসে ১৯৪ জন মা মারা যান প্রসবকালীন সময়ে। শিশু মৃত্যুর হারও প্রতি হাজারে ৩৭ জন। তাই জাতীয় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যার মধ্যে রয়েছে :

- গর্ভমোচন বা শিশু ভূমিষ্ট হওয়া এবং পরবর্তী যত্নের একটি অভিন্ন অঙ্গ হিসেবে রক্তাল্পতায় ভুগছেন যে সব মহিলা তাদের সর্বজনীনভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা উপকেন্দ্র অথবা অন্যান্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বাছাই করা। এই ব্যবস্থার আওতায় পড়ছে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসগুলিও।
- গর্ভবতী এবং গর্ভমোচন বা শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পরবর্তী যত্নের আওতায় প্রত্যেক মহিলাকে লৌহ ও ফলিক অ্যাসিডের বড়ি খাওয়ানো হয়ে থাকে। যে সব মহিলারা চিকিৎসকদের বক্তব্য অনুযায়ী রক্তাল্পতায় ভুগছেন তাদের দুটি ডোজের বড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে।
- আহার বৈচিত্র্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতেও স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষাদান— এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে লৌহ–যুক্ত খাদ্য এবং এমন কিছু খাদ্য সামগ্রী যেগুলি লৌহ শোষণের ক্ষমতা রাখে সেগুলির সম্বন্ধে ধ্যান–ধারণা প্রদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি।
- ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এলাকায় যে সব গর্ভবতী মহিলা বা শিশু ম্যালেরিয়া জনিত রক্তাল্পতায় ভুগছেন, তাদের জন্য দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশক মশারি সরবরাহ করাও হয়ে থাকে।
- প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে সাপ্তাহিক লৌহ ও ফলিক অ্যাসিড–যুক্ত বড়ি বিলির ব্যবস্থা চালু করেছে বিদ্যালয়ের আওতায় থাকা বা বিদ্যালয়–বর্হিভূত বয়ঃসন্ধির মেয়েদের জন্য, যাদের মধ্যে রক্তাল্পতার প্রবণতা রয়েছে।
- মা ও শিশুরা স্বাস্থ্য পরিষেবা কেমন পাচ্ছে তাতে নজর রাখতে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশুবিকাশ মন্ত্রকের সৌজন্যে মা ও শিশু–সুরক্ষা কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- পাশাপাশি, গর্ভবতী নয় এবং স্তন্যপ্রদায়ী নন, এমন মহিলাদেরও লৌহ ও ফলিক অ্যাসিড যুক্ত বড়ি দেওয়া হচ্ছে।
- ২০১১–র পয়লা জুন চালু হয় জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম। এই প্রকল্পের অন্তর্গত সমস্ত জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে শিশু ভূমিষ্ট করানো হয়ে বিনামূল্যে 'সিজারিয়ান' ব্যবস্থাও এই সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রকল্পের আওতায় এছাড়া রয়েছে বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান, চিকিৎসার সুযোগ করে দেওয়া, রক্তদান এবং আহারের ব্যবস্থা করা এবং বাড়ি থেকে চিকিৎসা কেন্দ্রে বিনামূল্যে যাওয়া–আসার সুযোগও (অবশ্যই চিকিৎসকের পরার্শমতো)।
- সমষ্টি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান আরও সুচারুভাবে সম্পাদন করতে ৮.৮ লক্ষ আশাকর্মী নিয়োজিত হয়েছেন ইতিমধ্যে।

আজ রাজ্যসভায় এ তথ্য জানান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা।

শিশুদের অকালমৃত্যু প্রতিরোধে

সারা দেশে শিশুদের অকালমৃত্যু ঠেকাতে জাতীয় স্বাস্থ্য অভিযানের আওতায় বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

- জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম কর্মসূচির আওতায় গর্ভবতী মায়েদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি, নিখরচায় সিজারিয়ান অপারেশনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এছাড়া,গর্ভবতী অবস্থায় এবং প্রসবের পর ওষুধবিলি, পরীক্ষা–নিরীক্ষা, প্রয়োজন হলে রক্ত এবং পথ্য বিনামূল্যে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়ি থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রয়োজন হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে বিশেষজ্ঞদের কাছে যাতায়াত বহন করার সংস্থানও রয়েছে এই কর্মসূচিতে। এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদেরও সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও অন্যান্য সুবিধা রয়েছে।
- শিশুমৃত্যু ঠেকাতে জাতীয় স্বাস্থ্য অভিযানের আওতায় সদ্যজাত শিশুদের যত্নের জন্যও বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে, অসুস্থ সদ্যোজাত শিশুর দেখভালের জন্য সদ্যোজাত শিশুদের

যত্ন সংক্রান্ত বিশেষ ইউনিট, জন্মানোর অব্যবহিত পরেই বাইরের পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য ইউনিট এবং সদ্যোজাত শিশুদের যত্নের জন্য কেয়ার ইউনিট, বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- আশা নামে একটি প্রকল্পের মাধ্য বাড়ির মধ্যে শিশুদের যত্নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং অকালমৃত্যু ঠেকাতে নিয়মিত শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। আশা প্রকল্পে যুক্ত ২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী গ্রামের যে কোনও মহিলা গ্রামের মধ্যেই শিশুদের স্বাস্থ্য, গর্ভাবস্থায় যত্ন ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে।
- শিশুমৃত্যু প্রতিরোধে 'ইন্ডিয়া নিউবর্ন অ্যাকশন প্ল্যান' নামে একটি কর্মসূচি চালু রয়েছে।
- জন্মানোর পর ভিটামিন 'কে' ইঞ্জেকশন ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধমূলক ইঞ্জেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- জিঙ্ক এবং ও আর এস খাওয়ানোর দিকে নজর দেবার জন্য ২০১৪ সালের অগাস্টে এক পক্ষকাল ধরে আমাশয় ও পেট খারাপ প্রতিরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়।
- পুষ্টি পুনর্বহাল কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে শিশুদের অপুষ্টির সমস্যার মোকাবিলার ব্যবস্থা।
- গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হয় এবং শিশুদের যত্ন আরো বাড়াবার ব্যবস্থা করা হয়।
- শিশুদের সুসংহত যত্নের জন্য রাষ্ট্রিক শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম চালু রয়েছে।
- সার্বিক টিকাকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৩.৫ কোটি শিশুকে টিকা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি বছরে এ ধরনের ৯০ লক্ষ টিকাকরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি. নাড্ডা রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তরপর্বে আজ এ তথ্য দেন।

সতর্ক হোন খাওয়া দাওয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : দাবদাহ চলছে। কাজে–কর্মে বেরোতেই হবে। ঢাকা–চাপা দিয়ে, সান ক্রিম মেখেও রোদের হাত থেকে রক্ষা নেই। রোদ গরম কমাবার উপায় আমাদের নেই। আমরা যেটা পারি তা হল নিজের রসনাটিকে সামলাতে। এটা করতে পারলেই অনেকটা রক্ষা পাওয়া যাবে আবহাওয়ার আক্রমণ থেকে। একদিকে সারাদিনের ক্লান্তি, রাতে ঘুমোতে না পারা অস্থির শরীর, অন্যদিকে চারদিকে ঠান্ডা পানীয়র হাতছানি। এসব প্রলোভনের পাশ কাটিয়ে কিভাবে চলবেন:

১। হাল্কা সুতির পোষাক পরুন।
২। পুরো গা ঢাকা থাকে এমন পোষাক পরুন।
৩। সান গ্লাস ব্যবহার করুন।
৪। ছাতা ব্যবহার করুন।
৫। বারবার এসি নন এসি করবেন না।
৬। বয়স্কদের দুপুর রোদে না বেরোনই ভাল।
৭। রোদ থেকে এসে ঠান্ডা পানীয় একেবারে নয়।
৮। ঘাম না শুকিয়ে স্নান করলেই বিপদ।
৯। বেশি করে জল খান।
১০। হাল্কা খাবার খান।
১১। মশলাদার খাবার একেবারে নয়।
১২। লেবুর জল, ফলের রস খান।
১৩। টক দই প্রতিদিন খান।
১৪। খাবার পাতে তেতো থাকা আবশ্যক।
১৫। অসুবিধা হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

'ঐতিহাসিক নমঃশূদ্র মহাসম্মেলন' নিম্নবর্গের মানুষের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবে কি?

দীপককুমার বড় পণ্ডা

জামাইষষ্ঠীর রাত্রে ব্যারাকপুরে কল্যাণী হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় চোখে পড়ল একটা বড়সড় কাপড়ের গেট। গেটে লেখা 'ঐতিহাসিক নম:শূদ্র মহাসম্মেলন ২০১৫'। গাড়িটা জোরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এর বেশি কিছু পড়তে পারিনি। পরের দিন সকালে সাত বছরের সোহমকে নিয়ে আবার ওখানে গেছিলাম। এসব ক্ষেত্রে, সোহম কোনো কোনো সময় আমার সঙ্গী হয়। নতুন জায়গা দেখার তার খুব আগ্রহ। আগের দিনের সেই কুন্ডুবাড়ির মোড়ে এসে জানলাম, এই মহাসম্মেলন হচ্ছে পলতার শান্তিনগর বালিকা বিদ্যালয়ে। শুরু হয়েছে ২৩ মে। চলবে ২৫ মে পর্যন্ত। সেদিন শেষদিন। ভাবলাম, যাই মহাসম্মেলনটা একবার দেখে আসি।

সম্মেলনের জায়গা খুঁজে খুঁজে এগোচ্ছি। দূর থেকে শুনতে পেলাম, একজন বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, 'আমাদের শরীর ঠিক রাখার জন্য যেমন, স্বাস্থ্য সচেতন হতে হয়, তেমনি এই সমাজটা ঠিক রাখার জন্য আমাদের সমাজ সচেতন হতে হবে। আমাদের জানতে হবে, সমাজে শোষণ কারা করছে, কাদের জন্য আমাদের সমাজ এগোচ্ছে না।' বক্তার আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে। একসময় এইসব শুনতে শুনতে পৌঁছে যাই, সেই মহাসম্মেলনের মঞ্চে। বিরাট মঞ্চ। সেখানে বক্তারা বসে আছেন। সামনেও বেশ বড়সড় প্যান্ডেল। অনেক চেয়ার। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন গ্রামগঞ্জ থেকে আসা বহু মানুষ। তবে, এদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা হাতে গোনা দু'চার জন। বক্তৃতার মঞ্চে ১৪ –১৫ জনের মধ্যে একজন মহিলা। মানে, মহিলারা প্রান্তেরও প্রান্তে। অন্তত অধিকার আদায়ের মঞ্চে তো বটেই। তবে, বাস্তবে দেখি নিম্নবর্গের মহিলারা মাঠে নেমেই লড়াইটা করেন। রোজকার সংসার চালানো থেকে, সংসারের নানা দায় থাকে এই খেটে খাওয়া মহিলাদের ওপর।

এরমধ্যেই দেখলাম, রাস্তার ওপর একটা প্রকাশনার স্টল। 'ড. আম্বেদকর প্রকাশনী'র নানা বই ওখানে বিক্রি হচ্ছে। অস্পৃশ্যদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে আম্বেদকরের অনেক ইংরেজি লেখার বাংলা অনুবাদ ছাড়াও এ সংক্রান্ত বেশ কিছু বই পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকটা বই কেনার পর মনে হল, সম্মেলন নিয়ে কিছু কাগজপত্র পাওয়া যায় কিনা দেখি। দোকানের ভদ্রলোককে সেকথা বললাম। উনি বললেন, আপনি কি লেখালেখি করেন? আমার আগ্রহ দেখে ভদ্রলোক দোকান ছেড়ে উঠে গেলেন। একজনকে সঙ্গে নিয়ে উনি ফিরলেন। যিনি এলেন, তিনি বললেন, 'আমি নিখিল বিশ্বাস, এই সংগঠনের সহসভাপতি।' এবার আমাকে জানতে চাইলেন,

– আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?

আমার নাম এবং কোথায় থাকি বললাম।

– না, আপনার আসল পরিচয় ওটা নয়। তিনি বললেন।

– তবে, আপনি কি আমার পেশাগত পরিচয় জানতে চাইছেন? জিজ্ঞেস করলাম।

– না, না, ওটার থেকেও একটু বলুন আপনি জাতিতে কী?

– সে কি! আজকের দিনে জাতি পরিচয়টা খুব জরুরি নাকি?

– নিশ্চয়। আমাদের এই সম্মেলন তো 'জাতিগত সম্মেলন'। সেখানে নম:শূদ্র ছাড়া অন্য উচ্চবর্গের মানুষরা তো আমাদের বন্ধু নয়। ওরা তো আমাদের অবজ্ঞা করে।

বললাম, আপনি পেশায় কী করেন?

– কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেড অফিসার। তিনি বললেন।

– আপনি এরকম উচ্চ পদে চাকরি করেও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আটকে আছেন কেন? উচ্চবর্গের মানুষরা যদি আপনাদের বন্ধু না হয়, যদি আপনাদের অবজ্ঞাই করে, তবে আপনি চাকরিটা করছেন কী করে? কারণ, আপনার বহু অধস্তন কর্মীই তো উচ্চবর্গের। তাঁরা কি আপনাকে এড়িয়ে চলেন, আপনার কথা অমান্য করেন?

– না, বিষয়টা ঠিক এইরকম নয়। শুধু আমার অফিস দিয়েই ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। অনেকেই আমাদের জাতির লোককে দেখে হাসাহাসি করেন। তিনি অভিযোগ করলেন।

– কোনো কোনো ক্ষেত্রে দোষ

যাওয়া আসার পথে পথে

থাকার কারণেই হয়তো হাসাহাসিটা থাকে। সংরক্ষণের জোরে শিক্ষা বা চাকরি পেয়ে নিজেদের যোগ্য করে তোলা জরুরি। আমৃত্যু সংরক্ষণের সুযোগ নেব আর নিজেকে উপযুক্ত করব না, তবে সংরক্ষণের কোনো মূল্য থাকল কি? সমাজটা তবে এগোবে নাতো। এইভাবে খানিকটা যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

তখন মঞ্চ থেকে ভেসে আসছে, 'আমি প্রাক্তন বিধায়ক। কিন্তু আমার বড় পরিচয় আমি নম:শূদ্র। আমরা অভিযোগ করি, ব্রাহ্মণ কায়স্থরা আমাদের অসম্মান করে, কিন্তু বলুন তো আপনারা নিজেদের অসম্মান করেন না? নিজদের পরিচয় গোপন করেন না? চাকরি বাকরি পেয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পৈতৃক পদবীটা ত্যাগ করেন না?' গোটা মঞ্চ থমথমে। কোনো টু শব্দ নেই। বক্তা বলছেন, 'নিজেদেরকে সম্মান করতে জানতে হবে।' বললাম, এটাই আসল কথা। আমরা যদি নিজেদেরকে অসম্মান করি, তবে অন্যরা আমাদের সম্মান করবে কেন?

এই নিয়ে অনেক কথা সেদিন হয়েছিল। আমরা জানি, নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকলে, সেই সমাজের যারা প্রভাবশালী তারাই সেই সুবিধাগুলি ভোগ করবেন। নিম্নবর্গের দু:স্থ মানুষরা সেই সুযোগ পাচ্ছে কতটা? এর থেকে নিস্তার পাওয়ার রাস্তাটা খোঁজা দরকার। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষরা সুযোগ সুবিধা পেয়ে কতজন নিজের সমাজের অন্য মানুষের জন্য চিন্তা করছেন? যাঁরা নিজেদের পদবী বদলে উচ্চবর্গের পদবী নিচ্ছেন, তাঁদেরকে সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে কি? হয়তো অনেকেই নানা সামাজিক যন্ত্রণায় আত্মগোপন করেন, কিন্তু সেই লড়াইটাও তো জরুরি।

এতক্ষণের আলোচনায় ছোট্ট সোহম অস্থির হয়ে পড়ে। সে আলোচনার মাঝে মাঝেই বলেছে, 'বাড়ি চল।' তার অস্থিরতা দেখে নিখিলবাবু বললেন, 'চলুন, আমাদের এখানে খেয়ে যাবেন।' না বলার উপায় নেই। সোহমের কথা ভেবে খেতে যাওয়াও বিড়ম্বনা, আবার না খেলেও নিম্নবর্গের প্রতি অসম্মান – এই অভিযোগের বিড়ম্বনা। অবশেষে খেতে যাই। সোহম অবশ্য খাওয়ার সময় ছটফট করেনি। আনন্দে খেয়েছে।

খাওয়ার পর নিখিলবাবু বলেছিলেন, 'আপনি আপনার ভাবনাগুলো মঞ্চে বলবেন? আমাদের লোকেদের আপনার মতটা জানা দরকার।' বললাম, বলব না। কারণ, সোহম অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাও নিখিলবাবু মঞ্চে উঠে সঞ্চালককে বললেন, আমাকে যেন বলার জন্য মঞ্চ থেকে অনুরোধ করা হয়। একটি কারণ দেখিয়ে সঞ্চালক রাজি হলেন না। নিখিলবাবু মঞ্চ থেকে ফিরে এসে বললেন, 'নম:শূদ্রদের সম্মেলনে আমাদের জাতির লোক ছাড়া অন্য কেউ বলবে না।' বক্তৃতার জন্য সময় নষ্ট হবে না ভেবে, সোহম খুব খুশি হল। কিন্তু, আমি ভাবছিলাম, ১৯৫০ সালে সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ড. বি আর আম্বেদকর যে সংরক্ষণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ৬৫ বছর বাদেও সেটি শুধু আর্থিক সুযোগ সুবিধায় পরিণত হয়নি তো? তা যদি না হবে, তবে আজকেও কেন এই সম্মেলনের সভাপতি তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন, '..... বহু রাজ্যে যেমন, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড, কর্ণাটক, এম পি, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, রাজস্থানে কোনও সংরক্ষণ মানা হয় না। আমাদের জাতি শিক্ষা চাকুরিতে সংরক্ষণ না মানার ফলে পিছনে পড়ে যাচ্ছে। এই অবৈধ অবস্থা মানা যায় না। আমি সকল ভাই–বোনদের অনুরোধ করি, এক সম্মিলিত সংগঠন গড়ে এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এই বিল আমাদের অস্তিত্বের পক্ষে এক বিপজ্জনক।'

সেদিন, নিখিলবাবু খানিকটা এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। বলছিলেন, 'আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিরুদ্ধেও। সংরক্ষণ সমাজে আমাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করছে।' ভাবছিলাম, সামাজিক বৈষম্য ঘোচানোর জন্য আমাদের আরো কতদিন অপেক্ষা করতে হবে, কে জানে?

মাঙ্গলিকী

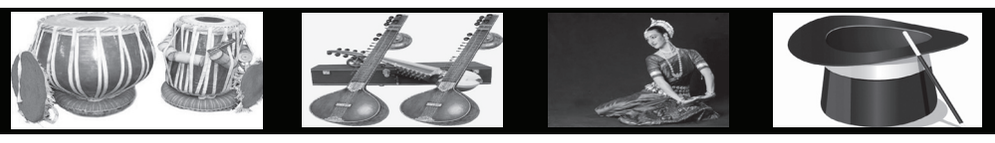

১১ জনের সাহিত্য সংস্কৃতিক সন্ধ্যা সালকিয়ায়

একটা ফুটবল টিমের মতন ছেলেবুড়ো মিলিয়ে ১১ জনের সাহিত্য সংস্কৃতিক সন্ধ্যা জমে উঠলো। সভার আহ্বায়ক, সালকিয়া নিবাসী বরিষ্ঠ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, সুসাহিত্যিক, গণেশ গুহর উষ্ণ আপ্যায়ণে সাথে ছিলেন আড্ডার 'জননী' তথা শ্রীগুহের সহধর্মিনী, সহমর্মিনী, অন্নপূর্ণা দেবী।

প্রথম পর্বে আবাসন নিবাসী হিন্দিভাষী সংস্কৃতী উজ্জ্বল পরিবারের ছেলেমেয়েরা নাচে, গানে, আবৃত্তিতে আসরকে যেন ফুলের আসর করে তুলল। এরা হল মানব জালানি, দিশা জালানি, শিভম ওঝারা।

দ্বিতীয় পর্বে বড়দের আসর। আসরে বিবিধ স্বরচিত কবিতা, অনুগল্প শোনালেন 'শুভ প্রত্যাশা' পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার। প্রতিটি রচনাই মনোগ্রাহী। তবে তাঁর লেখা কবিতা, 'কলোনির সেকাল একাল' এই প্রতিবেদকের মতে শ্রীনাগ মজুমদারের সব সৃষ্টির সেরা 'প্রতিনিধি' ইংরাজিতে যা হলো 'সিগনেচার পিস...' আর এক ব্যক্তি হলেন শিবুলাল শীল। আপন ভোলা/আত্ম মগ্ন মানুষটি কখন যে অপেরা ধর্মী 'দেবদাস' নাটকের অংশ বিশেষ শ্রুতি নাটক হিসাবে শোনাবেন, বা আবার 'বসে আছি পথ চেয়ে' হৃদয়ে অনুরণন তুলবে, তা কেউ জানে না— এদিনও তাই ঘটল আর শ্রোতারা হয়ে গেলেন সম্পূর্ণ নির্বাক।' আবার ভাটিয়ালি গান শুনিয়ে সকলের হৃদয়ে যেন পদ্মার ঢেউ তুললেন... শিবপুর নিবাসী সঙ্গীত শিল্পী দেবাশীষ মল্লিক হারমোনিয়াম ছাড়াই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'আমি গান গাই' গানটি শুনিয়ে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি 'হেমন্ত কণ্ঠধারী' শিল্পী নন তিনি হলেন 'হেমন্ত মগ্নস্থ' এক সঙ্গীত শিল্পী। আধুনিক মননশীল কবিতা রচনাতেও দেবাশীষ আস্তে আস্তে নাম করছেন—এদিন তারই প্রমাণ রাখলেন তাঁর স্বরচিত কবিতা 'এখন ফেব্রুয়ারি' পাঠে। কৌতুক সৃষ্টি করলেন একটি স্বরচিত কবিতা শুনিয়ে। আবার পর মুহূর্তেই তাতে সুর লাগিয়ে করে দিলেন গান। শিক্ষা জগতের মানুষ, কবি বাচিক শিল্পী দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বহুদিন পরে এই আসরে আসেন। এদিনও তিনি সকলকে রিদ্ধ করলেন বহু সম্মান প্রাপ্ত ইংরাজি কবিতা, 'স্বামীজি, বেকন অব লাইট' পাঠে। শুনিয়েছেন ২১শে ফেব্রুয়ারি নিয়ে তাঁর হৃদয়স্পর্শী কবিতা 'আমি কি ভুলতে পারি'। এছাড়া এই প্রতিবেদকের অনুরোধে আবারও শোনালেন তাঁর 'সিগনেচার পিস' কবিতা 'এক চিলতে ছাদ'—এই কবিতার মধ্যে দিয়েই তিনি পুরানো কলকাতার তথা শ্যামবাজার আর ভবানীপুরের পঞ্চাশের দশকের স্মৃতি ফিরিয়ে আনলেন সকল শ্রোতার মনে। সঙ্গীত শিল্পী মুনমুন গাঙ্গুলি আসরে পরিবর্তন আনলেন 'কি গাহিব আমি কি শোনাবো' রবীন্দ্র সঙ্গীতের হৃদয় ছোঁয়া পরিবেশনে (তাঁর গানের সাথে যথাযথ ভাবে গলা মেলালেন দেবাশীষ মল্লিক)। নাট্যকর্মী, কবি, বাচিক শিল্পী, জাদুকর আশীষ মুখার্জী (সম্প্রতি বড়িশা জাদু আড্ডায় সংবর্ধিত হয়েছেন) এদিনও আসরে নিজেকে নানা ভাবে মেলে ধরলেন। পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয় গণেশ গুহর ইংরাজি শ্লেষধর্মী কবিতা, 'দি ব্রাইড' অনবদ্য রচনা, অনবদ্য পাঠ। এরপর আশীষ আসরকে অন্য মাত্রা দিলেন তাঁর রচিত 'কঙ্কাল' নাটকের অংশ বিশেষ শ্রুতি নাটক হিসাবে পেশ করে। পরে শোনালেন মনন শীল স্বরচিত কবিতা। বলতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল এদিন সঙ্গীত শিল্পী দেবাশীষ মল্লিক আরও শুনিয়েছেন ছেলেবেলায় লেখা তাঁর দারুণ মজাদার সুদীর্ঘ কবিতা— ভাল লাগলো। একদিন আসরে বিশেষ আমন্ত্রিত ছিলেন শিক্ষাজগতের মানুষ, বাচিক ও সঙ্গীত শিল্পী।

কবি (এবং শৌখিন জাদুকর!) সুব্রত সিনহা। শোনালেন ছিন্নমূল মানুষদের দিয়ে দরদী গান, 'ওরে পদ্মা' 'ওরে মেঘনা'। শ্রী সিনহা আরও আবৃত্তি করলেন কল্যাণ দাশগুপ্তের হৃদয় বিদারক কবিতা, 'পরাণ মণ্ডলের নজরুল জয়ন্তী'। (গত ২০শে এপ্রিল জীবনানন্দ সভাগৃহে এই কবিতাটিই শুনিয়েছিলেন শ্রীসিনহা, বোদ্ধা শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেন) আসর হল নির্বাক—এদিন আসরে গণেশ গুহ চোখের সমস্যার জন্যে কিছুই পাঠ করলেন না, তবে সাহিত্য বিষয়ক নানান আলোচনায় সুচিন্তিত মতামত জানালেন, আসরকে করলেন সমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গে আবার প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করলেন সুব্রত সিনহা– বললেন, ব্যক্তি মানুষের নানান কাজে দৈন্যতার মাঝেই আজ ধরা পড়ছে সমাজের সার্বিক অবক্ষয়েরই কথা। এই সুবাদেই পড়লেন মনোগ্রাহী রচনা, 'কথার মজা, মজার কথা'। বালিকা তৃষ্ণা গাঙ্গুলী আবার আবৃত্তির প্রচেষ্টা রাখে। সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন স্বরচিত কবিতা, 'মন্টুদা, তোমাকে'। এছাড়া এদিন গণেশ গুহর হাতে সাম্মানিক আলোক চিত্র তুলে দিলেন দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। একই ভাবে সুব্রত সিনহার হাতে বিশেষ ছবির প্রতিকৃতি তুলে দিলেন আশীষ মুখার্জী। আর আসরের জননী অন্নপূর্ণা গুহ সকলের চা জলযোগের ব্যবস্থা করা ছাড়াও, আসরে সবার পাঠ মন দিয়ে শুনলেন, আসরকে অলংকৃত করলেন তাঁর আশীর্বাদে...

পরবর্তী সভা : ২১শে জুন, বিকাল ৫টায়। বিশেষ অনুরোধ, সভা চলাকালীন সবাইকে মোবাইল সাইলেন্ট/বাজার মোডে রাখতে হবে। ফোনে কথা বলার দরকার হলে আসরের বাইরে গিয়ে কথা বলা বাঞ্ছনীয়।

সালকিয়ায় রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠান

হাওড়ার সালকিয়ায় 'পথের আলাপ', 'শব্দের ঝংকার' 'জনসমুদ্র' 'মন ক্যামেরা' পত্রিকার উদ্যোগ ও 'সংস্কৃতি সংবাদ', 'ধানক্ষেত', 'বাঙালির মন', 'শিল্প মনন' পত্রিকা ও অল বেঙ্গল এডিটর্রস এ্যান্ড জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় চারটি রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সম্পাদক, রবীন্দ্র অনুরাগী ব্যক্তি। বিশ্ব কবির ওপরে নূতন আঙ্গিকে বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক বারিদবরণ ঘোষ, 'জনসমুদ্র'–র সম্পাদক, অধ্যক্ষ ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, 'শব্দের ঝংকার'–এর সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়, 'মন ক্যামেরা'–র সম্পাদক ডাঃ রূপালী বিশ্বাস, কবি সুপর্ণা পণ্ডিত, তাপস চ্যাটার্জী, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, , প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতীক চক্রবর্তী, লক্ষ্মী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। হাওড়ার প্রাক্তন মহানাগরিক ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন শ্রদ্ধেয় গোপাল মুখোপাধ্যায়ের হাতে 'শব্দের ঝংকার' সাহিত্য পত্রিকার বৈশাখ থেকে শ্রাবণ সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন (পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি ও পত্রিকার সম্পাদক কবি সুনীল মুখোপাধ্যায়।

'পথের আলাপ'–এর অনুষ্ঠানে আলিপুর বার্তার প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমর সংঘের বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস

কলকাতা থেকে প্রায় ৫০ কিমি দূরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার অন্তর্গত ক্যানিং ২নং ব্লকের সারেঙ্গাবাদ মাঝেরপাড়া অমর সংঘের পক্ষ থেকে বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবসের তৃতিয় বর্ষ গত ৩১ মে বুধবার উদযাপিত হল।

৪টি থানার অন্তর্গত যথা– জীবনতলা, ভাঙর, ক্যানিং, সারেঙ্গাবাদের অন্তর্গত ৬০এই অঞ্চল নিয়ে ২৪ মে এক দীর্ঘপথ সভার আয়োজন করেন। অসিতরঞ্জন ভুঁইয়ার উদ্যোগে সকল স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে টানা এক সপ্তাহ ব্যাপি এই পথসভা সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই পথসভায় এলাকাবাসিদের অসীম আগ্রহ চোখে পড়ার মতো ছিল। সেদিনে ৩১ মে রবিবার ভোর ৬টা নাগাদ অমর সংঘে পড়ায় ১০০০ কানেল লোক জমায়েত হন। শুরু হয় পথপরিক্রমা। এই পরিক্রমায় শিশু কিশোর দিদিমনি মাস্টামশাইরা ক্রীড়াপ্রেমী, ছাত্র ছাত্রীরা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ বেশ উল্লেখযোগ্য ছিল। আর তাদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়েছিলেন ক্যানিং ২নং ব্লকের পঞ্চায়েত সভাপতি সওকত মোল্লা। অবশেষে এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা জীবনতলা বাজারের চৌমাথা মোড়ে শেষ হয়। সেই মোড়ে অবস্থিত মঞ্চে শুরু হয় বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা সভা। এই তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করে খোলা আকশের নিচে সবাই জমায়েত হন। সভার প্রথম থেকে শেষ অবধি তাদের ইতিবাচক উপস্থিতি ও আলোচ্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ যা প্রশংসারযোগ্য।

আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন সমাজ সেবক অমল কর্মকার, প্রাক্তন অ্যাডভোকেট রঘুনারায়ণ চৌধরী, ক্যানিং ২নং ব্লকের পঞ্চায়েত সভাপতি সওকত মোল্লা, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আগত মহারাজ মুক্তিপ্রদানন্দজি, সমাজ সংস্কারক যতীন্দ্রনাথ সরকার, ঝড়খালী থেকে আগত পার্থসারথী মন্ডল, ডা:জয়ন্ত চৌধুরী। সবার শেষ বক্তব্য রাখলেন অমর সংঘ ক্লাবের সভাপতি শচীন ভৌমিক।

বক্তব্যের পর শুরু হল শিশু–কিশোর ছড়া পাঠ। শামিম মোল্লা, সানিয়া মোল্লা, পুষ্পেন্দু জানা, শ্রেয়া মিদ্দে, ইতিসা আলম, সাহেব পাল, তৌফিক মিস্ত্রি– এই সাত জনের ধুমপান বিরোধী ছড়া পাঠ যা গোটা অনুষ্ঠানে আলাদা চমক এনে দেয় ও সকলের করতালির মধ্য দিয়ে তাদের ভূয়ষী প্রশংসা জানান হয়।

এই গোটা অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেছিলেন সম্পাদক পরেশ প্রধান। তিনি অবশেষে উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দ, স্থানীয় বাসিন্দাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের জন্য ধণ্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আরএসবিটির বার্ষিক অনুষ্ঠান

ইন্দ্রজিৎ আইচ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটে আরএসবিটি কোচিং সেন্টারের বার্ষিক শিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সঙ্গে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির হয়ে গেল। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে ''শিক্ষায় সংস্কৃতি ও মানবিকতা'' এই বিষয়ের উপর চলে সেমিনার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা তমাল রায়চৌধুরী, রাষ্ট্র সংঘের সদস্য কপিলানন্দ মণ্ডল, সাহিত্যিক মুসা আলি, 'প্রয়াস' পত্রিকার সম্পাদক গৌতম তালুকদার, নাট্যকার নৌশাদ মল্লিক, কবি নাসের মল্লিক, গায়িকা মোহিনি দে, ডাঃ অপূর্ব কুমার মৃধা, শিল্পী ও সাংবাদিক অনিত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এদিন নজরুলের জীবনীর উপর শ্রুতিনাটক 'নজরুল প্রমীলা' পরিবেশন করে অগ্নিবীণা কালচারাল ইউনিট, ম্যাজিক দেখিয়ে মুগ্ধ করেন কুমার ইন্দ্রজিৎ। বাচ্চাদের নৃত্য ও পরিবেশিত হয়। লোকসংগীত পরিবেশন করে ক্লাস্টার মেলোডি গ্রুপ। তবে এদিন দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করে বাচ্চাদের দুটি নাটক 'চালের পিঠে'' ও ''ভূতেদের কান্ডকারখানা'। সবশেষে পরিবেশিত হল বড়দের নাটক 'কংক্রিটের বেড়াজাল'। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রামিজ আলি আহমেদ। কোচিং সেন্টারের গুরুগম্ভীর পরিবেশ নয়। সারাদিন ধরে হইচই আর টইটই করে ঘুরে বেড়ালো সেন্টারের ছেলেপুলেরা। সংস্কৃতি এবং শিক্ষার মেলবন্ধনের এই অনুষ্ঠান প্রশংসনীয়।

গত ৩০ ও ৩১ মে দমদমের গোলপার্কে গোলপার্ক উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে প্রভাত ফেরি রক্তদান শিবির স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ সাংস্কৃতিক নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ভারত বিজয় কোনার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পঃ বঃ সরকারের পর্যটন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, দমদম এবং দক্ষিণ দমদম পুরসবার চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য কাউন্সিলর ও এলাকার বিশিষ্ট মানুষেরা। ছবিতে প্রভাত ফেরির উদ্বোধন করছেন দক্ষিণ দমদম পুরসভার চেয়ারম্যান ডঃ পাঁচু রায়। – নিজস্ব চিত্র

পত্র–পত্রিকা–পুস্তক আলোচনা

'আরশি ভাঙা পরশি'

অভিজিৎ রায়

অমর নস্কর এর 'আরশি ভাঙা পড়শি' গ্রন্থটি নিবিড় চিত্তে পাঠ করলাম। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ, অক্ষর বিন্যাস এবং পৃষ্ঠার মান যে উৎকৃষ্ট সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। লেখকের দেওয়া তথ্যানুযায়ী এটি তাঁর পঞ্চম সাহিত্যকীর্তি। 'কে তুমি?' দিয়ে লেখক গ্রন্থটি কাউকে উৎসর্গ করতে চেয়েছেন কী না বোঝা গেল না, ফলে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও অজ্ঞ রইলাম, তবে এটিকে স্টাইল হিসাবে গ্রহণ করলে মন্দ হয় না। গ্রন্থে কোনও প্রকাশকের নাম নেই। ফলে এর বাহ্যিক যাবতীয় ত্রুটির দায় লেখকেরই নিতে হবে। অক্ষর বিন্যাস প্রশংসনীয় হলেও পরিচ্ছেদ পরিবর্তন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ পরিবর্তন অনুসারি হয় নি। অসংখ্য ভুল বানান গ্রন্থটির বাহ্যিক ত্রুটির বোঝাকে বাড়িয়ে তুলেছে। কাহিনীর শেষে বৃক্ষে সমাহত একাধিক ব্যাঙের চিত্রটি ইঙ্গিতময় বলা যেতে পারে।

এবার আসা যাক কাহিনী সংক্রান্ত আলোচনায়। লেখক ''আরশি ভাঙা পড়শি'' কে উপন্যাস বলে অবিহিত করেছেন। আমার মনে হয় গ্রন্থটির প্রধানতম ত্রুটি হল এই অভিধায় ভূষিত করা। প্রকরণগত বিচারে একে উপন্যাস না বলে জীবনী বা আত্মজীবনী বলাই সমীচীন হবে। 'সে', 'ওর', 'তার' প্রভৃতি শব্দগুলির মোড়কে লেখক কারও জীবনী রচনা করতে চাইলেও বারে বারে তিনি ধরা পড়ে গেছেন। তাই একে জীবনী না বলে আত্মজীবনী বলাই সঙ্গত। কথাসাহিত্য রচয়িতার কাথে পাঠক অতিরিক্ত কিছু মুন্সিয়ানা দাবি করেন। বললে অত্যুক্তি হবে না, অমরবাবু তার প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। একাধিক স্থানে তিনি 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করে কত অবলীলায় তিনি পাঠকের কাছে ধরা দিয়ে ফেলেছেন। ফলে পাঠকের চিন্তার প্রসারতা পদে পদে হোঁচট খেয়েছে।

আত্মজীবনী হিসাবে 'আরশি ভাঙা পড়শি'–র স্থান কোথায় এবার তা নিয়ে কয়েকটি কথা বলি। কথা সাহিত্যের কাছে পাঠক প্রথম যেটা আশা করেন তা হল আকর্ষণ, লেখাটির সম্মোহনী ক্ষমতা, যার গায়ে দেওয়া থাকে বাস্তবতার পোঁচ। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থটি পড়তে গিয়ে পাঠক ক্লান্ত হয়ে পড়বেন বলে মনে হয়। এই ক্লান্তির জন্য অন্যতম দায়ী হল লেখকের বাস্তব বোধের অভাব। শান্তিপুর থেকে বন্দিদের কৃষ্ণনগর সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাও আবার ট্রেনে করে, দুই সপ্তাহ জেল খাটার পর বিচারক পাঁচদিনের ডাইরেক্টরের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তাতে বাস্তবতার গন্ধটুকু আছে বলে মনে হয় না। জীবন চরিত সম্বন্ধে ইংরেজিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা আছে—'Perfect pattern of well told life' যেন লেখায় বজায় থাকে। জীবন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তার আচরণ, আলাপ চারিতা বা সংঘর্ষে। অমরবাবু তেমন কোনও চরিত্র নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে নিজের চারিত্রক গুণগুলি নিজের মুখে বলাটাকে পাঠক সুনজরে নাও নিতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আব্রাহাম কলির মন্তব্যটি স্মর্তব্য, ''আত্ম প্রশংসাও পাঠের কাছে কর্ণপীড়া দায়ক।'

অরূপ রতন

আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে দেখা যায়, লেখকের কাছে যে ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাঠকের কাছে মূল্যহীন হতে পারে। ফলে রচয়িতা কতখানি বলবেন, কোন ঘটনাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলবেন, কোনটাকে কম গুরুত্ব দেবনে তা চিন্তা করে আত্মজীবনী লেখা উচিৎ। অমরবাবু সে চিন্তা বোধহয় করে উঠতে পারেননি। তার জ্বলন্ত উদাহরণ, অজয় কোলের মৃত্যু সম্পর্কে লেখকের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে যাওয়া। শুধু তাই নয়—একজন অতিপরিচিত রাজনীতিবিদকে এই হত্যার মূল অভিযুক্ত বলে দাবি করায় লেখকের ঐতিহাসিক সত্যতা জ্ঞান সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠতে পারে।

আত্মজীবনীকার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত উক্তি, ''বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।'' অমরবাবুর লেখায় হয়তো জীবনের দ্বন্দ্ব খুঁজে পাইনি। জীবনদর্শন বা জীবন জিজ্ঞাসার ভাঁড়ারও প্রায় শূন্য। তাঁর গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য কিংবা প্রকরণগত বিচার বাংলার সুবিশাল পাঠক সমাজ করবে নিশ্চয়ই, তবে তাঁর জীবন সংগ্রাম, প্রত্যন্ত গ্রামের এক অজ্ঞাত বালক থেকে কলকাতার বিস্তীর্ণ জনজীবনের মধ্যে নিজেকে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার গল্প পড়তে নেহাত মন্দ লাগবে না।

সুন্দরবনের ডায়েরি

শবর শিশুরা কি লেখাপড়া করবে না?

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

শীতের দুপুর। শবরদের পাড়ায় ঘুরছি। শবর মৌলেদের বহুদিন ধরে সুন্দরবনের জল–জঙ্গল নির্ভর মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করছি। সুন্দরবনের কোথাও মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে জঙ্গলে মধু ভাঙতে যাচ্ছেন, এরকম শুনিনি। কিন্তু পাথরপ্রতিমার থানার সত্যদাসপুর আদিবাসী পাড়ায় এসে দেখলাম এখানকার শবর মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে জঙ্গলে মধু ভাঙতে যাচ্ছেন। তাঁরাও বাঘের আক্রমণে আহত হচ্ছেন। নিহত হচ্ছেন। যখন বুঁদ হয়ে এসব তথ্য সংগ্রহ করছি, নজরে পড়ল পাড়ার মধ্যেই 'দাসপুর আদিবাসী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়'। তৎক্ষণাৎ মনে হল, যাই তো ইস্কুলটায়। শবর ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার একটু খোঁজ করি। গিয়ে দেখলাম, সুন্দর পাকা বাড়ি। প্রত্যেকটা শ্রেণির জন্য আলাদা আলাদা ঘর। শিক্ষকদের আলাদা বসার ঘর। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লক্ষ্য করলাম দুজন শিক্ষক বসে আছেন। দরজার কাছে গিয়ে বললাম, মাস্টার মশাই, আসব?

—আসুন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন।

—আমি আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই। সময় হবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। কোথা থেকে আসছেন?

—বেহালা থেকে। আমি শবরদের সম্পর্কে খোঁজখবর করছি। তাঁদের বাচ্চাদের পড়াশোনার ব্যাপারে আপনাদের কাছ থেকে একটু জানব।

—এদের কথা আর বলবেন না। আদিবাসী ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশোনা শিখতে পারে তার জন্যে তাদের পাড়াতে এই ইশকুল। কিন্তু তাদের দেখা নেই। অন্য আদিবাসী বাড়ির ছেলেমেয়েরা এটাকে টিকিয়ে রেখেছে।

—আপনাদের ইশকুলের মোট ছাত্র সংখ্যা কত? তারমধ্যে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা কত?

—আপনি কি সাংবাদিক? কোন কাগজে লেখেন?

—নানা, আমি সাংবাদিক নই। সুন্দরবনের যাঁরা মীন ধরেন, মাছ–কাঁকড়া শিকার করেন, মধু সংগ্রহ করেন, তাদের সম্পর্কে একটু লেখাজোখা করি।

তারপর আমার লেখা একটা বই 'সুন্দরবন : জল–জঙ্গল–জীবন'' ব্যাগ থেকে বের করে প্রশ্নকর্তার হাতে দিলাম। দুজনেই একটু উল্টেপাল্টে দেখলেন। বইটার মধ্যে সুন্দরবনের নানা জায়গার ছবি ছিল। দুজনেই ছবিগুলোর তারিফ করলেন। তারপর ছাত্রদের হাজিরা খাতাটা খুলে হিসেব করে বললেন,

—মোট ছাত্র সংখ্যা এবং তার মধ্যে আদিবাসী কত?

মোট ছাত্রছাত্রী ১০৪ জন। আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০ জন।

—হাজিরা খাতায় ২০ জনের নাম আছে?

—হ্যাঁ। তবে প্রতিদিন গড়ে ৪–৫ জনের বেশি আসেনা।

—আজ কত জন এসেছে? আমি তাদের দেখব। ফটো তুলব। প্লিজ একটু সাহায্য করুন।

—আসুন। দু'জন মাস্টারমশাই উঠলেন। একটা ক্লাসে নিয়ে গেলেন। ছেলেমেয়েদের ক্লাসের মধ্যে ডেকে নিলেন। তখন টিফিন চলছিল। হিসেব করে একজন শিক্ষক বললেন, আমাদের তিনজন আদিবাসী ছেলে উপস্থিত আছে।

—আমি সকলের ফটো তুলব। আদিবাসী তিনজন ছেলেকে প্রথম সারিতে বারবার বসিয়ে দিন। সবাই বসতে পর পর কয়েকটা ফটো তুললাম। তারপর শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁদের বসার ঘরে ফিরে গেলাম। দুজনেই স্থানীয় যুবক। নাম জয়ন্ত পোদ্দার ও ব্যোমকেশ গুজ্জাইত। তাদের কাছে জানতে চাইলাম আদিবাসী ছেলেমেয়েদের উপস্থিত এত শোচনীয় কেন। তাঁদের সংক্ষিপ্ত উত্তর হল এদের বাবা–মা সম্পূর্ণ নিরক্ষর, সারাদিন বাইরে থাকে, বাড়িতে যে সময় টুকু থাকে নেশা করে, ঝগড়াঝাটি করে, ছেলেমেয়েদের দিকে তাদের লক্ষ্য নেই, আট দশ বছরের বাচ্চাদের কাছে দু তিন বছরের শিশু রেখে বাবা–মা জঙ্গলে চলে যায়। ঘরগুলো খুব ছোট ছোট মাটির কুঁড়ে। ঠিকমত আলোবাতাস ঢোকে না। রাতে কেরোসিনের আলোয় কোনওক্রমে খাওয়াদাওয়ার কাজ করে। পড়ার বিন্দুমাত্র পরিষেবা নেই।

এ ব্যাপারে এখানকার প্রাক্তন অঞ্চল প্রধান বাদলচন্দ্র মণ্ডলের মতামত জানতে চেয়েছিলাম। তাঁর বাড়ি আদিবাসী পাড়াতেই। প্রধান থাকাকালীন শবরদের ছেলেমেয়েরা যাতে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়। তার জন্য VEC (Village Education Committee) –র দু'জন করে সদস্য নিয়ে তিনটে টিম তৈরি করে দিয়েছিলেন। এক একটা টিম সপ্তাহে দুদিন করে আদিবাসী পাড়ায় এসে সকাল ৯টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত থাকলে এবং ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পৌঁছে দেবেন। এইভাবে তিনটে টিম সারা সপ্তাহ কাজ করতেন। পরপর তিন মাস কিছুটা সাফল্য পাওয়া গিয়েছিল। এক দেড় ঘন্টা ক্লাসে কাটানোর পর আদিবাসী ছেলেরা ইশকুল থেকে পালিয়ে আসত। কিছুদিন পর তারা আর ইশকুলে যেতে চাইত না। টিমের সদস্যরা সে সময় পাড়ায় থাকতেন, সেই সময় কোনও ছেলেমেয়েকে পাড়ার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত না। অন্য জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে থাকত।

ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রধান সাহেব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ধরে বই, খাতা, পেন্সিল এবং ইউনিফর্মেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়া মিড–ডে মিল তো আছেই। কিন্তু এতেও বিশেষ কষ্ট হয়নি। তখন প্রধান সাহেব বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয় দেখালেন, ইশকুলে ছেলেমেয়েকে না পাঠালে সপ্তাহের রেশন, কেরোসিন তেল ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে। কেরোসিন ডিলারকে বলে একবার পরপর দু'সপ্তাহ কেরোসিন তেল দেওয়া বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হয়নি। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে কেন? শবরদের উন্নয়ন ঘটাতে শবর সম্প্রদায়ের মধ্যে মজবুত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। সেই সংগঠন তৈরি হবে 'জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে জনজাতির উন্নয়ন' তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে। তারপর উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে।

দিল্লিতে জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্নেহা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নং ব্লকের বাওয়ালীর স্নেহা মণ্ডল দিল্লিতে ৩৩তম জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করল। স্নেহা বর্তমানে দশম শ্রেণির ছাত্রী। ছোটবেলা থেকেই স্নেহা নাচ এবং যোগাসন নিয়মিতভাবে চর্চা করছে সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্রে। ভারত নাট্যম ও সৃজনশীল নৃত্যে ইতিমধ্যেই সে অনেকের নজর কড়েছে। যোগাসনে প্রশিক্ষক নীতিশ রায় জানালেন, স্নেহা যোগাসনে যথেষ্ট উন্নতি

করেছে। আগামীদিনে সে আরও ভাল ফল করবে। সম্প্রতি সে জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতাতে দ্বিতীয় হয়েছে। রাজ্যস্তরে হাওড়ায় সে অংশগ্রহণ করবে। স্নেহার বাবা লাল কমল মণ্ডল পেশায় মুড়ি বিক্রেতা। বাড়িতে মুড়ি ভেজে ভ্যানে করে মুড়ি সরবরাহ করে।

তিনি জানালেন, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা কম, কিন্তু আমি চাই আমার মেয়ে নাচ-যোগাসন এবং পড়াশোনা সুন্দরভাবে চালিয়ে যাক। আমার যত কষ্টই হোক মেয়ের পড়াশোনা ও যোগাসন-নৃত্যচর্চা বন্ধ হতে দেব না। এমনিতে খেলাধুলো বলতে ভারতবাসী ক্রিকেট জ্বরে আক্রান্ত থাকে। আর বাংলার কথা যদি বলা হয় তাহলে ক্রিকেটের পাশে ফুটবল এখানে রীতিমতো পূজিত হয়। এর পাশেও যোগাসনের মতো শরীরকেন্দ্রীক চর্চা চালানো এবং শত প্রতিবন্ধকতা সত্বেও তাতে সাফল্য অর্জন করা বিশাল কৃতিত্বের।

বাংলাদেশ জয়ের মাঝেও দল পরিচালনা নিয়ে ধন্দে ভারত

কমল নস্কর

ফতুল্লার মাটিতে ফের উত্থাপিত ভারতের ঝান্ডা। যার মূল কান্ডারী হিসেবে আর্বিভূত হলেন দুই ওপেনার শিখর ধাওয়ান এবং মুরলী বিজয়। বাংলাদেশের সঙ্গে প্রথম টেস্ট এভাবেই পকেটে নিয়ে নিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। ধোনির অবসরের পরে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে শেষ টেস্টে অধিনায়কত্বের অভিষেক হয়েছিল কোহলির । কিন্তু একটা গোটা সিরিজে তার হাতে ক্যাপ্টেনশিপের ব্যাটন গেল এই প্রথম। সেই হিসেবে বিরাটের কাছে দারুণ স্বস্তির প্রথম দিনেই তার দুই ওপেনারের চমৎকার ফর্ম। ওই কথায় বলে না, মর্নিং শোজ দ্য ডে। সেক্ষেত্রে বিরাট কোহলির অধিনায়কত্বের একেবারে প্রথম পর্বটা দারুণ জমে উঠল। এই অংশে ভারতের দুই ওপেনারের কথা উল্লেখ করলেও গোটা টিম এবং ম্যানেজমেন্টের কথা আলাদা করে বলতে হবে। আসলে যতই ছোট দল হোক না কেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ট্র্যাক রেকর্ডের বিচারে ভারত বরাবর একটু অস্বস্তিতে পড়েছে। জিতলেও আশঙ্কার কাঁটা ভারতীয়দের গ্রাস করেছে বারংবার। সেদিক থেকেও এবারের এই প্রারম্ভ যথেষ্ট মাইলেজ দিল ভারতীয় টিমকে। এখানে যেমন খেলোয়াড়দের কথা বলা হচ্ছে অপরদিকে আবার ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টের কথা বলতেই হবে আলাদা করে।

শ্রীনিবাসন-ধোনির জমানার থেকে ডালমিয়া যুগের এই টিম ইন্ডিয়া নিঃসন্দেহে অনেকটাই পৃথক। তবে এত কিছু ভালোর মধ্যেও সব গুবলেট হয়ে যাওয়ার মতো কিছু রসদ ভারতীয় দলের মধ্যে ভালো ভাবে জমাট বাঁধছে। যা আগামী দিনে বিপর্যয় ডেকে আনতেই পারে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের ব্যবস্থাপনায় এক গুচ্ছ নামি প্রাক্তন তারকা এসেছেন। যার মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটের একসময়ের ত্রয়ী শচীন-সৌরভ এবং লক্ষ্মণ রয়েছেন। রাহুল শরদ দ্রাবিড়ও দায়িত্বে পেয়েছেন। অবশ্য যুব দলের বা নয়া প্রতিভা উন্মেষণের এই কাজ রাহুল ছাড়া খুব কম ক্রিকেটার করতে পারেন। প্রশ্নটা তা নিয়ে নয়। বরং সওয়াল উঠছে ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে ইতিমধ্যেই দল তথা পুরো দেশবাসীর পছন্দের রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে সৌরভ-শচীন-লক্ষ্মণের তালমিল কেমন হবে? এমনিতে শচীন এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে অতটা সমস্যা হওয়ার কথা নয় শাস্ত্রীর। কিন্তু সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবি শাস্ত্রীর সমস্যা হতে বাধ্য। কারণ এরা দুজনেই জাত নেতা। কেউ কারও প্রতাপ মেনে চলবেন তা আশা করাটাই অন্যায়।

এমতাবস্থায় এদের দুজনের সম্পর্কের রসায়নের ওপর নির্ভর করছে আগামী দিনে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যত। তাছাড়া আগে ডালমিয়ার কমিটিকে স্পষ্ট করতে হবে ভারতীয় ক্রিকেটের কোচ হিসেবে মূল দায়িত্বে কে থাকছেন। যদি শাস্ত্রী কোচ হন, আর সৌরভ-শচীন-লক্ষ্মণরা উপদেষ্টা তা হলে এরা কতদিন রবির সঙ্গে এভাবে বোঝাপড়া করতে পারবেন সেটাও বড় প্রশ্ন। ব্যাক্তিত্বের সংঘাত দেখা গেলে পুরো দলের ওপর তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। রবি শাস্ত্রীর কোচিং ইনিংসে আপাতত যে দাঁড়ি পড়ছে না তাও মোটামুটি নিশ্চিত। কারণ দলের পক্ষ থেকে কোহলি এবং অন্য বেশ কয়েকজন জানিয়ে দিয়েছেন শাস্ত্রীর কোচিং তারা উপভোগ করছেন। তাই শাস্ত্রীকে দুম করে ছাটাই করা ডালমিয়াদের পক্ষে কঠিন। রবি নিজেও জানিয়েছেন শুধু বাংলাদেশ সফর নয়, আগামী আরও বেশ কিছুদিন টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে কাটাতে চান তিনি। ফলে সৌরভের কোচ হওয়ার বা টিমের ওপর কর্তৃত্ব চালাবার রাস্তা মসৃণ নয় আদৌ। তাই ফতুল্লায় ভারত যতই বাংলাদেশকে বেগ দিক না কেন টিম নিয়ে জল্পনা থেকেই যাবে।

কোহলির নেতৃত্বে কাঁটা শ্রীনি

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীনিবাসন নাক না গলালে ২০১২ সালেই ভারতের এক দিনের ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক হয়ে যেতেন বিরাট কোহলি। বোর্ডের প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক রাজা ভেঙ্কট এমনটাই বিস্ফোরক দাবি করলেন। ২০১১-২০১২ সালে ভারতীয় বোর্ডের পাঁচ সদস্যের নির্বাচক দলের অন্যতম ছিলেন রাজা ভেঙ্কট। ২০১১-এর শেষ থেকে ২০১২ সালের একেবারে শুরুর দিকে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল ধোনির ভারত। ভেঙ্কটের দাবি সেই সময়ে ভারতীয় ড্রেসিংরুম বহু ভাগে বিভক্ত ছিল। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জেরে রীতিমত দলবাজি চলছিল অন্দরে।

৫৬ বছরের এই প্রাক্তন নির্বাচক বলেছেন পাঁচ জনের নির্বাচক বডি সেই সময় ধোনিকে সরিয়ে কোহলিকেই দলের অধিনায়ক করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল দলের আত্মবিশ্বাস ধরে রাখার জন্য কোহলির তাজা রক্তই উপযোগী।

বাংলাদেশ সফরে ভারতের নেতৃত্ব ২৬ বছরের কোহলির হাতে দেখে বেজায় খুশি রাজা ভেঙ্কট। তিনি লিখেছেন ''আমরা তিন বছর আগেই এই কথা (কোহলিকে ক্যাপ্টেন বানানোর) ভেবে ছিলাম। চেষ্টাও করে ছিলাম। কিন্তু বিসিসিআই-এর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসন সেই চেষ্টায় জল ঢেলে দিয়েছিলেন।''সেই ৪ টেস্টের সেই অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম তিনটিতে বেশ ল্যাজে গোবরে দশা হয়েছিল ভারতের। টিম ইন্ডিয়ার কপালে জুটেছিল তিনটি শোচনীয় পরাজয়।ভেঙ্কট জানিয়েছেন অ্যাডিলেডে শেষ টেস্টের আগে দুই নির্বাচক মহিন্দর অমরনাথ ও নরেন্দ্র হিরওয়ানি অস্ট্রেলিয়ায় উড়ে গিয়েছিলেন। ভেঙ্কট আরও বলেছেন, দু'জনেই ফিরে এসে জানান ভারতীয় দলে তৈরি হয়েছে একাধিক ফ্র্যাকশন। দলে কোনও উদ্দীপনাই ছিল না।

ওয়ান ডে সিরিজ শুরু হওয়ার আগে আমাদের মনে হয়েছিল দলের নতুন অধিনায়ক প্রয়োজন। আমরা এমন একজনকে খুঁজছিলাম যে এই দলাদলির অনেক উপরে।

মোহনবাগানকে কোন্নগর ফ্যানস ক্লাবের সংবর্ধনা

মলয় সুর

আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মোহনবাগান ক্লাবের বাঙালি বিগ্রেডকে আন্তরিক অভিনন্দন ও সংবর্ধিত করল 'কোন্নগর মোহনবাগান ফ্যানস ক্লাব।' কোন্নগর জিটি রোডে বাটার কাছ থেকে শুরু হওয়া এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ঢাকের ও ব্যান্ডের তালে তালে এগিয়ে চলে কোচ সঞ্জয় সেনের ঘোড়ার গাড়ি। অন্য চার সেরা প্রতিভাবান ফুটবলাররা দেবজিৎ মজুমদার, শৌভিক চক্রবর্তী, কিংশুক দেবনাথ, প্রীতম কোটালদের নিয়ে অপর একটি ম্যাটাডোরে প্রায় সমস্ত কোন্নগর জুড়ে ক্রাইপার রোড ধরে শোভাযাত্রা রবীন্দ্রভবনে শেষ হয়। যদিও রবীন্দ্রভবনের বাইরে সকলকে সংবর্ধিত করা হয়। তবে মাঝপথে সঞ্জয় সেন চলে যান। রবিবার (৭ জুন) এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ফ্যানস ক্লাবের সদস্য মৌলিক চট্টোপাধ্যায় জানান, গঙ্গাপারের শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবটি

মোহনবাগানের এই আই লিগ জয়কে স্মরণ করে রাখতে নানা রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যা একরকম উৎসবে পরিণত হচ্ছে। বিশেষ করে উত্তর কলকাতায় মোহনবাগানের প্রতি সমর্থন এবং

ফুটবলের ইতিহাসে ১৪ বছর পর চিরন্তন ঐতিহ্যকে ধরে রাখায় আমরা গর্বিত। ক্লাবের উন্নয়নে বদ্ধপরিকর সকল সমর্থক। এই জয়ে কোচ ফুটবলাররা অগণিত মোহনবাগান প্রেমী সমর্থকদের ভালবাসার আবেশে মুগ্ধ হন। এদিন সবুজ মেরুন উত্তরীয় দিয়ে সংবর্দ্ধিত করা হয়। এছাড়া রসগোল্লা ও বোঁদেতে সবুজ মেরুন রং দেখা যায়। এদিন সবুজ আবিরে সকলকে রাঙিয়ে তোলা হয়।

কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই চব্বিশ পরগনা সহ এখন সারা রাজ্যেই মোহনবাগানের এই জয়কে উপভোগ করা হচ্ছে। তাই হুগলির মতো সর্বত্রই চলছে মোহনবাগানের কোচ এবং ফুটবলারদের সংবর্ধনা দেওয়ার পালা। কলকাতাতেও সংবর্ধনা একেবারে উপচে পড়ছে। সবুজ মেরুনের জয়ের আতিশয্যে দক্ষিণ কলকাতাও সাধ্যমতো চেষ্টা চালাচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতার মধ্যে যে সব অঞ্চলে এদেশীয় মানুষের উপস্থিতি বেশি সেখানে আবার আনন্দের বাহুল্য অনেকটাই। এরকমই অঞ্চল বলতে প্রথমেই মনে আসে চেতলা বা ভবানীপুরের কথা। ভৌগোলিক ভাবে এই দুই এলাকা সবুজ মেরুনের গড় হিসাবে পরিচিত। বলা যেতে পারে খটখটে মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতো চেতলা এবং ভবানীপুর দক্ষিণ কলকাতায় নিজেদের তুলে ধরেছে। মোহনবাগান যেদিন জাতীয় লিগ জিতল সেদিন এইসব এলাকায় ব্যান্ড, বাজির আওয়াজে কান পাতা দায় ছিল। তার ওপর চেতলার কথা বিশেষ করে বলতে হয়। এখানেই আই লিগ জয়ী কোচ সঞ্জয় সেনের বাড়ি। চেতলার নাম করা দুর্গাপুজো হয় যে ক্লাবে সেই অগ্রণী ক্লাবের সম্পাদকও সঞ্জয়বাবু। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সভাপতি এবং সঞ্জয় সেন সম্পাদক। সুতরাং চেতলায় তাঁকে ঘিরে কি পরিমাণ আবেগ ও উদ্দীপনা রয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

এই দুই এলাকা ছাড়াও কলকাতা শহরের বহু জায়গায় তারকা মোহনবাগানীদের সম্মান দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। এই তালিকায় উল্লেখ করতে হবে কসবা শান্তি সংঘ ক্লাবের নামও। গত রবিবার অর্থাৎ ৭ জুন শান্তি সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গনে মোহনবাগানের আই লিগ জয় উপলক্ষে এক বিশাল ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল। পাড়া-প্রতিবেশী, তামাম মোহন সমর্থকদের পাশাপাশি এতে উপস্থিত হয়েছিলেন বাগান কোচ সঞ্জয় সেন এবং দলের জাপানী তারকা কাতসুমি। এভাবেই এখনও মোহনবাগানের জয়তে বুঁদ হয়ে রয়েছে গোটা বাংলা। আর তিলোত্তমার তো কথাই নেই। বলা যেতে পারে মোহনবাগানের জয়ের হ্যাংওভার এখনও কাটেনি বাঙালির। আগামীতে আরও জয় এবং শুধুই জয় দিয়ে এই আমেজকে ধরে রাখার শপথ এখন সকল ফুটবল প্রেমীর যারা কলকাতাকে ভালোবাসেন।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

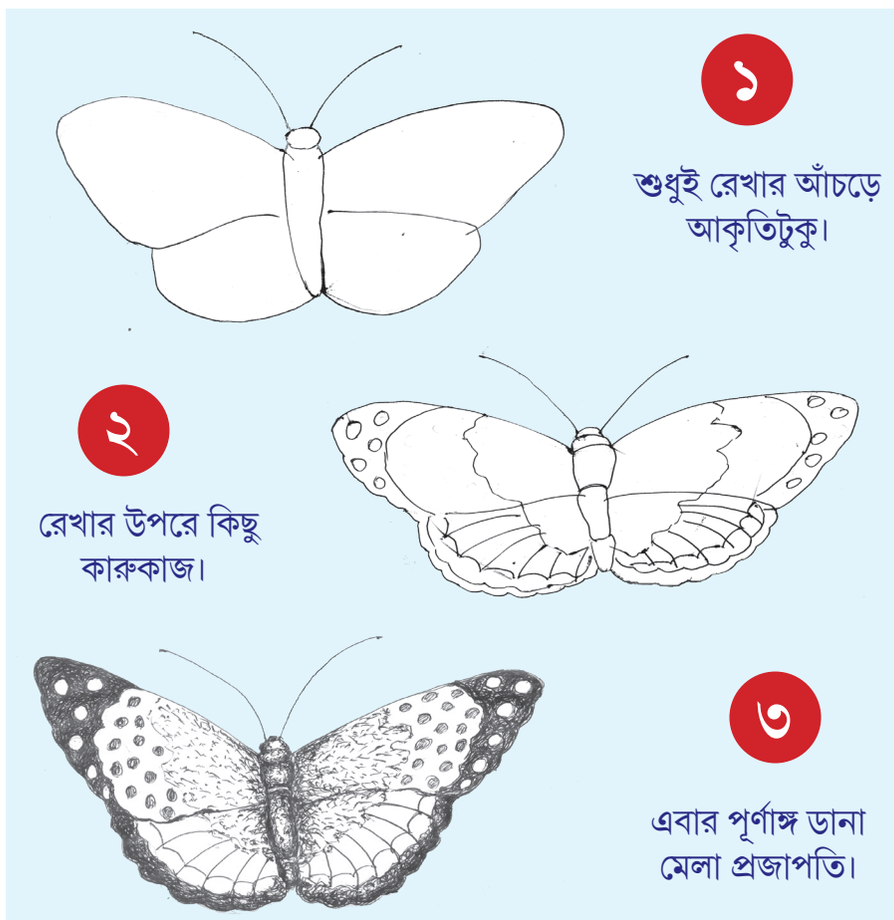

তোমরাও এমন ছোট ছোট গল্প ও কবিতা পাঠাও। ভালো হলে ছাপা হবে তোমাদের এই মনের খেয়াল বিভাগে। নাম জানাতে ভুলো না কিন্তু।

হ য ব র ল

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

আরতিদের স্কুলে সুকুমার রায়ের 'হযবরল' গল্পটি মঞ্চস্থা করা হবে। অংশগ্রহণকারীদের বাছাই পর্ব চলছে। আরতিকে বলা হল, তুমি হা হা করে হাসতে হাসতে বল, 'আমার নাম হিজিবিজবিজ, বাবার নাম হিজিবিজবিজ'। আরতি হাসতে হাসতে কথা বলল।

অশোকাদি বললেন, তুমি হাসই না কাঁদছ? চোখ মুছতে মুছতে আরতি বলল, আমি তো কাঁদিনি, আমি হাসছিলামই। সেবার আরতির আর 'হযবরল'-তে অংশ গ্রহণ করা হল না!

ধাঁধা

কোনও এক পরিবারের সন্তানদের জন্য জয়ন্ত মল্লিকার থেকে বয়সে বড়, পিন্টু জয়ন্তের থেকে ছোট আর মল্লিকাকে দিদি বলে ডাকে। শেফালিকে জয়ন্তও দিদি বলে। এই পরিবারের দ্বিতীয় ও সর্বকনিষ্ঠ সন্তানদের নাম কী?

এসএমএস-এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ১৩-১৯ তারিখের মধ্যে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

গত সংখ্যার উত্তর : হাসপাতাল

সোনালী সেন, ইন্টার লিঙ্ক ক্যালকাটা (বিশেষ ছাত্রছাত্রীদের স্কুল)

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা ***JPEG*** ফরম্যাটে

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।